বৃহন্নলা নাটক

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজভবনের সন্নিকট রাজপথ।

উত্তর গোগৃহের পথ।

উত্তর। [বৃহন্নলার প্রতি] শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, কুরুকুলের সমুচিত ফল না দিয়ে আজ্ ফিরব না। আমার গোধন সব হরণ করে লয়ে যাচ্চে? এত বড় আস্পর্দ্ধা!

বৃহ। আজ্ঞে এই ত এসেছি।

উত্তর। এ কোথায় এলে? এ যে দেখ্‌ছি মহাসমুদ্র; উঃ কি শব্দ! কি মহাশব্দ! জলজন্তুদিগের কি ভীষণ গর্জ্জন!

বৃহ। কুমার! এ সমুদ্র নয়।

উত্তর। এঁ্যা,—কি বল্লে? সমুদ্র নয়! [আশ্চর্য্য হয়ে] তবে কি?

বৃহ। [হাস্য করিয়া] সমুদ্র-প্রমাণ সৈন্য।

উত্তর। [আশ্চর্য্য হইয়া] কি কুরু-সৈন্য! তবে সহস্র সহস্র নৌকা দ্যাখা যাচ্চে কেন?

বৃহ। কুমার! ও সমুদায় নৌকা নয়, ও সমুদয়ই মাতঙ্গ, আর গর্জ্জন যাহা শোনা যাচ্চে, উহা কৌরবদিগের সৈন্যের কোলাহল।

উত্তর। বৃহন্নলা! তুমি জান না, অবশ্যই এ সমুদ্র।

বৃহ। কুমার! আমি বেস জানি, এ কুরুসৈন্য।

উত্তর। [ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে] বৃহন্নলা, রথ ফিরাও, এ অসংখ্য সৈন্য মধ্যে অকস্মাৎ কেন রথ আনিলে? এই সব রথিগণ, যাদের নাম শ্রবণ করলে তেত্রিশ কোটি দেবতা, পুরন্দর পর্য্যন্ত ভয় পান, তাদের সঙ্গে আমি কি সাহসে যুদ্ধ করিব? হা পিতঃ! বুঝি তোমার সহিত এই পর্য্যন্ত হলো!—হা মাতঃ! আসিবার সময়ে তুমি যে কত নিবারণ করেছিলে, অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সে কথা তৃণজ্ঞান করেছিলাম্; এক্ষণে—আমার উপায় কি হলো, বৃহন্নলা, শীঘ্র বাড়ীতে চল। যেন কুরুসৈন্য দেখ্‌তে না পায়।

বৃহন্নলা। [স্বগত] আসিবার সময়ে মেয়েদের কাছে এত অহঙ্কার হচ্ছিল, এখন যে দেখ্‌ছি মুখখানি শুখিয়ে কালি হয়ে গ্যাছে, জিহ্বাতে ধূলা নির্গত হচ্ছে! [প্রকাশে] মহাশয়! এত ভয় পাচ্চেন কেন?

উত্ত। বৃহন্নলা! তুমি কি কিছুই জান না? এই সমস্ত সৈন্য ও প্রধান প্রধান রথিকে দেখলে এমন কে আছে যে, ভয় না করে অগ্রসর হয়?

বৃহ। মহাশয়! যুদ্ধ করতে এসে ভয় করা কি বীরের ধর্ম্ম? এরূপ অগ্রে জানিলে আপনার সারথ্যকর্ম্মের কখনই ভার লইতাম না।

উত্তর। বৃহন্নলা! গোধন যায় যাক্, জীবন থাকলে পুনরায় আবার সব পাব, তুমি রথ ফিরাও।

বৃহ। তা মহাশয়! আমি পারব না, যুদ্ধ আপনাকে করিতেই হবে।

উত্তর। বৃহন্নলা! মহাসমুদ্র কি তৃণ-ভেলায় পার হওয়া যায়? কিম্বা মৃত্যুসহ সাধ করে কে বিবাদ করতে চায়? বিষধর ফণী মুখে হাত দেওয়া কি ভয়ানক কায নহে? তাতে যদি জগৎ হাসে, হাসুক,—যুদ্ধে প্রয়োজন নাই ফিরে চল।

বৃহন্নলা। মহাশয়! আমার এমন প্রতিজ্ঞা নয়, আমি তা পারিব না, আমি রথ শত্রু মধ্যে চালিত করিব।

উত্তর। তোমার কি, তুমি নপুংসক, তোমার জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র, তোমার জীবন মরণ উভয়ই সমান, তোমার মৃত্যুতে ভয় কি বল, (সরোদনে) তোমার কথায় আমি জীবন হারাব? [রথ হইতে ভূমে পতন ও পদব্রজে পলায়ন।]

বৃহন্নলা। [উচ্চৈঃস্বরে] কুমার, স্থির হও স্থির হও, যেওনা। [পশ্চাৎ ধাবন।]

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কৌরব শিবির।

দুর্য্যোধন। কৈ কোথায় অর্জ্জুন ?

কর্ণ। [সহাস্যে] গুরু বুঝি স্বপ্ন দেখ্‌লেন।

দুর্য্যো। তাইত, যখন তখন উনি অর্জ্জুনকে দেখেন, উনি তাই পার পেলেন; অন্য,—অন্য লোক হলে জান্‌তে পারত।

দ্রোণ। [না শুনিয়া ভীষ্মের প্রতি] দ্যাখ, আজ কিরূপ অলক্ষণ সব প্রতীয়মান হচ্চে, সৈন্যের নিরানন্দ, মাতঙ্গের চীৎকার, রক্তবৃষ্টি, অগ্নিময় বায়ু দেখিয়া যারপর নাই ভীত ও দুঃখিত হয়েছি। আজ সৈন্য সকল একত্রিত হয়ে দুর্য্যোধনকে রক্ষা কর, আজ যদি রক্ষা পাই, তবে অনেক দিন বাঁচিব। ঐ যে ছদ্মবেশধারী ক্লীব, উনি নিশ্চয়ই অর্জ্জুন, যাঁহার নামে সুরাসুর পর্য্যন্ত ভয় পায়, বিশেষ অর্জ্জুন আমার শিষ্য বলে তোমরা কেহই মনে করো না, উনি ইন্দ্রাদি দেবতার নিকটে অনেক অস্ত্র পেয়েছেন; আজ আর রক্ষা নাই।

কর্ণ। [সক্রোধে] আপনি সর্ব্বদা আমাদের শত্রুদিগের প্রশংসা করে থাকেন, আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের কোন অংশের যোগ্য নয়। উঃ কি বলব, যদি

একবার অর্জ্জুনকে দেখতে পাই, তা হলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

দুর্য্যো। তা হলে তোমার কেন? আমারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, আবার ত্রয়োদশ বর্ষ বনে পাঠাই।

দ্রোণ। যার যত বিক্রম, আমার আর অবিদিত কিছুই নাই, "সিন্ধু সহিত কূপের তুলনা কখন হতে পারে না।" যে অবলীলাক্রমে কালকেয় প্রভৃতিকে বধ করে স্বর্গ নিষ্কণ্টক করেছে, যার বাহু যুদ্ধে পশুপতি পর্য্যন্ত পরাজিত হয়েছেন। যে চিত্রসেনকে জয় করে এই দুর্য্যোধনকে রক্ষা করেছিল, তাকে পরাজয় করা বড় সহজ কার্য্য নহে।

দুর্য্যো। চল হে সকলে, আর নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা ভাল হচ্চে না।

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্থান শমীবৃক্ষ।

নিম্নদেশে অর্জ্জুন ও উত্তর দণ্ডায়মান।

বৃহন্ন। আপনি যুদ্ধ বিষয়ে অতিশয় অপটু।

উত্তর। বৃহন্নলা, এরূপ যুদ্ধে আমি কেন, সকলেই অপটু।

বৃহ। আচ্ছা আপনি এক কার্য্য করুন, এই বৃক্ষোপরি ঐ যে গাণ্ডীব দ্যাখা যাচ্চে, ঐ গাণ্ডীব লয়ে আসুন দেখি?

উত্ত। বৃহন্নলা! আজ কি কুক্ষণে তোমার সহিত এসেছি। ঐ বৃক্ষে যে শব বাঁধা আছে, আমি কি করে ছোঁব।

বৃহ। কুমার! আমি কি আপনাকে পাপ কর্ম্ম করতে বলছি, ও শব নয়, সত্যই উহার মধ্যে গাণ্ডীব আছে।

উত্ত। তবে আমি গাছে উঠি তুমি চেয়ে থাক।

বৃহ। কিছু ভয় নাই, স্বচ্ছন্দে উঠ।

উত্ত। [বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক স্বগত] উঃ—কি আশ্চর্য্য, ইহা কি ধনু! এরূপ অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় প্রভা, আমিত কখন দেখি নাই, যেন শত শত মণির মত জ্বলছে। [ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে] মহাশয়! এখানে ধনু কোথায়? এ যে সমুদায় সর্পময় দেখছি. মহাশয়! গাছ থেকে পড়্লাম. পড়্লাম, ধরুন ধরুন।

বৃহ। আঃ—তুমি যে ব্যস্ত কল্লে, সর্প ওখানে কোথায়?

উত্ত। [স্বগত] সত্যই ত বটে, [প্রকাশে] বৃহন্নলা! এ সব অদ্ভুত সপ্ততালের ন্যায় মণিরত্নে বিভূষিত, পৃষ্ঠদেশে রাজহংস গঠিত, রিপুকুল ধ্বংশকারী অগ্নির ন্যায় তেজবান ধনু সমূহ যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, হেন অস্ত্র কোন্ মহাপুরুষ রাখিয়া গিয়াছেন, আর এই যে চর্ম্ম মধ্যে পঞ্চ শঙ্খ দেখ্ছি, এও বা কাহার? [শঙ্খ উত্তোলন] উঃ—এ তোলা আমার সাধ্য নয়।

বৃহ। ঐ যে নীলোৎপল সম ধনু দেখছেন, উহার নাম ত্রৈলোক্যবিজয়। চৌষট্টি বৎসর প্রজাপতি এই ধনু রাখিয়া জলপতিকে দিয়াছিলেন, তৎপরে মহামতি অগ্নি লইয়া খাণ্ডব দাহন হেতু অর্জ্জুনকে দিয়াছিলেন।

উত্ত। এই যে ধনুখান, যাহার দিকে চাওয়া যায় না, ইহার নাম কি?

বৃহ। ইহার নাম কোদণ্ড, দানব দলন হেতু দেবরাজ রাখিতেন। তৎপরে মহাবীর রাবণ বধার্থ রঘুনাথকে দিয়াছিলেন।

উত্ত। আচ্ছা, এই যে ছয় হংসচিত্রিত ধনুক, এখানি কাহার?

বৃহ। দ্রোণাচার্য্য গুরু এই ধনু অর্জ্জুনকে দিয়াছিলেন।

উত্ত। বৃহন্নলা! তুমি এ সকল কিরূপে জান্‌লে? আর ধনু অস্ত্র রেখে তাঁহারা বা কোথায় গিয়াছেন?

বৃহ। [হাস্য করিয়া] মহাশয়! আমিই পার্থ।

উত্ত। [হতজ্ঞান হইয়া] এঁ্যা—কি—ব—ল্লে—ন,—আ—প—নি—পা—র্থ, আমার ত এ বিশ্বাস হয় না।

বৃহ। [সহাস্যে] কুমার! আমিই অর্জ্জুন।

উত্ত! [আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া] কি আপনি অর্জ্জুন? অর্জ্জুনের দশ নাম বলুন দেখি?

বৃহ। [হাস্য মুখে] অর্জ্জুন, ফাল্গুনী, সব্যশাচী, ধনঞ্জয়, কিরীটী, বীভৎসু, শ্বেতবাহন, বিজয়, কৃষ্ণ, জিষ্ণু।

উত্ত। তা যেন হলো, কিন্তু কি জন্য কি নাম হয়, তা যদি বলতে পারেন, তবে আমার বিশ্বাস হয়। আমার বোধ হয়, আপনি অর্জ্জুনের সঙ্গে সর্ব্বদাই থাক্‌তেন, তাই এই সকল নাম জানেন।

বৃহ। আপনি এত অবিশ্বাস কচ্চেন কেন? আমি শফৎ করে বলছি, আমিই অর্জ্জুন।

উত্ত। আপনি যদি অর্জ্জুন, তবে যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, সহদেব, নকুল, দ্রুপদরাজসুতা, এঁরা সকলে কোথায়?

বৃহ। [হাস্য মুখে] কঙ্ক নামে সভাসদ্ হচ্চেন ধর্ম্ম, বল্লভ নামে সূপকার বৃকোদর, সৈরিন্ধ্রী রূপিণী কৃষ্ণা, গ্রন্থিক নকুল, সহদেব তন্ত্রিপাল কর্ম্মে নিয়োজিত আছেন।

উত্ত। [ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে] হে বীরবর! হে অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা! পৃথ্বীশ্বর! আমাকে মার্জনা করুন, আমি না জান্‌তে পেরে কত অপরাধ ও অন্যায়াচরণ করেছি, সে সব আপনি মনে করিলে আমার আর নিস্তার নাই, আমি ও পদে শরণ লইতেছি, আমাকে রক্ষা করুন, আমি দাসানুদাস হয়ে চিরকাল চরণ সেবা করব।

অর্জ্জুন। আমি তোমার কথায় অতিশয় প্রীতি অনুভব করলেম, তুমি ধনু অস্ত্র লয়ে শীঘ্র এস, আজ গোধন মোচন

করে কুরুসৈন্য অগ্নি অস্ত্রে দাহন কর্‌ব, কিন্তু তুমি যদি ভয় কর, তা হলে সমুদায় নিষ্ফল হবে। আমার জন্যে তোমায় কিছু করতে হবে না।

উত্ত। মহভাগ! তব পরাক্রম আমার আর জান্‌তে বাকি নাই, এখন যদি স্বয়ং করাল এসেন, তাঁরে আর ভয় করি না। আজ্ঞা করুন, কি কাজ কর্ত্তে হবে।

অর্জ্জু। তুমি আমার রথের সারথি হয়ে কুরুসৈন্যের মধ্যে কৌতুক দেখ।

উত্ত। প্রভু! আজ আপনার প্রসাদে এ মহীমণ্ডল তৃণের ন্যায় জ্ঞান কচ্চি, বিষ্ণুর দারুক আর ইন্দ্রের মাতলির ন্যায় আজ কার্য্য সম্পন্ন করব। এই অস্ত্র নিন। [অস্ত্র প্রদান।]

অর্জ্জু। কৈ দাও, [অস্ত্র গ্রহণ] তবে চল।

উত্ত। এ কি মহাভাগ! অকস্মাৎ এ রথ কোথা হতে এল! বা! কি কনকরচিত আশ্চর্য্য গঠন, এমন রথ ত আমি কখন দেখি নাই।

অর্জ্জু। ইহার নাম মায়ারথ, বিশ্বকর্ম্মা এই রথ সৃজন করেন, এই রথে উঠ। [রথ প্রদক্ষিণ।]

উত্ত। [স্বগত] অদ্য দক্ষিণ নয়ন অনবরত স্পন্দন হচ্চে, কি সৌভাগ্য! [প্রকাশে] মহাশয় আজ্ঞা হয় ত রথ চালন করি।

অর্জ্জু। আর বিলম্বের প্রয়োজন কি, [শঙ্খধ্বনি।]

উত্ত। মহাশয় থামুন থামুন, উঃ কান্ গ্যাল, বধীর হলেম, [মুর্চ্ছা হয়ে পতন]।

অর্জ্জু। [উত্তর] কুমার কুমার, ঈস্ একেবারে সংজ্ঞাশূন্য, [মুখে জল প্রদান।]

উত্ত। [জ্ঞান পাইয়া] উঃ কি শব্দ।

অর্জ্জু। তুমি ক্ষত্রিয় হয়ে এত ভীরু কেন? এই সামান্য শব্দে অচেতন, কি আশ্চর্য্য!

উত্ত। মহাশয় আমাকে অকারণ কেন নিন্দা কচ্চেন্, এ শব্দে পৃথিবীতে কে চেতন আছে, অনেক অনেক রজার শঙ্খধ্বনি শুনিয়াছি, মেঘ গর্জ্জনও শুনিয়াছি কিন্তু এরূপ মহাশব্দ কখন শুনি নাই, আর এক অদ্ভুত দেখিলাম, শঙ্খধ্বনিতে রথধ্বজ গর্জ্জে উঠ্‌ল, একি সামান্য আশ্চর্য্য! তাইতে ত অস্থির হয়ে ছিলাম।

অর্জ্জু। [হাস্য করিয়া] যুদ্ধে যে তুমি স্থির হবে, এ কখন আমার মনে ন্যায় না, আচ্ছা আমি বাম পদে তোমাকে ধরে রাখ্‌ব, কেবল রথে আশ্রয় করে থাক্‌বে মাত্র। রথ চালাও।

উত্ত। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কৌরব শিবির।

দুর্য্যোধন প্রভৃতি আসীন।

দ্রোণ। দেবদত্ত বিনা এমন শব্দ কখন শুনি নাই, যে শব্দে আমার সেনা সর্ব্বদা চঞ্চল হয়, আর এক আশ্চর্য্য দেখ, এই শব্দ মাত্রেই সকলে নিরানন্দ, সংজ্ঞাশূন্য, বিবর্ণ, করশির কম্পিত, অস্ত্রাদি জ্যোতিহীন হয়েছে, আমার নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে, মহাবীর পার্থ বিনা আর কেহই নয়, আমি বার বার বল্‌চি, গোধন যায় যাক্, রাজা দুর্য্যোধনকে সকলে আজ রক্ষা কর।

দুর্য্যো। [রোষকষায়িত লোচনে ভীষ্মের প্রতি] গুরু পুনঃ পুনঃ আমাকে ঐ কথা বলেন, উনি সর্ব্বদাই পাণ্ডবদিগের প্রশংসা করে থাকেন, আমি বেশ জানি উনি পাণ্ডবদিগের পক্ষে একান্তই অনুকূল।

কর্ণ। উনি সর্ব্বদাইত অর্জ্জুনকে সম্মুখীন্ হতে দেখ্‌ছেন।

দুর্য্যো। ত্রয়োদশ বর্ষ যাদের বনে পাঠায়েছি, অকস্মাৎ কি অভিপ্রায়ে বিরাটের পক্ষ হয়ে এখানে আস্‌বে, আমার বোধ হয় বিরাট ভূপতি, কি কোন মুখ্য সেনাপতি এসে থাক্‌বে। দেখ্‌লেম না, শুন্‌লাম্ না, শব্দমাত্রেই উনি পুনঃ পুনঃ বল্‌চেন ফাল্গুনী আস্‌ছে, আমি বেশ জানি শত্রুর প্রশংসা

করে আমাদের ভয় দ্যাখান গুরুর মুখ্য উদ্দেশ্য, ঐ জন্যে সর্ব্ব শাস্ত্রে বলেছে পণ্ডিতকে যুদ্ধস্থলে নিয়ে যাওয়া অতিশয় নির্ব্বুদ্ধির কায, যাহা হউক, আপনি দেশে যান, এখানে থাকা আর আবশ্যক করে না।

কর্ণ। আচার্য্যের বাক্যে সেনারাও বিগ্‌ড়েছে, যদি জামদগ্ন্য, রাম, বজ্রপাণি, বাসুদেব, কিম্বা ফাল্গুণী, আসেন আমার এই অসীম ভুজবলে সকলকে পরাজয় কর্‌ব, আর ভাগ্যে যদি কিরিটী আসেন, তা হলে ত আমার বিজয় অস্ত্রে আজি পার্থের মুণ্ড রাজাকে ডালি দিব, আমি কারুর সাহায্য প্রার্থনা করি না, কেবল একক বাণ বরিষণ করে সূর্য্যকে আচ্ছাদন কর্‌ব।

দ্রোণ। কর্ণের বাক্যে আমার হাসি পাচ্চে, মুখের কথায় যদি সকল কায হত, তা হলে আর ভাবনা ছিল কি, মুখের কথা শরতের মেঘের ন্যায় সকলি নিষ্ফল, যে অর্জ্জুন, একক ত্রিভুবন জয় কর্‌লে, যে স্বয়ম্বর কালে লক্ষ লক্ষ রাজাকে জয় কর্‌লে, তার সঙ্গে কর্ণ একক যুদ্ধ কর্‌বে, যে মূর্খ, তাকে গিয়া এই কথা বল, ত্রয়োদশ বর্ষ নিয়ম পূর্ণ হয়েছে, যেমন মেঘ হইতে মিহির মুক্ত হয়, তেম্‌নি পার্থ অকস্মাৎ শত্রুর ত্রাণ পেয়ে দ্যাখা দিয়েছে, আর কি রক্ষা আছে?

দ্রৌণী। তবে রে রাধানন্দন! তোর এ গর্ব্ব কেন, তোকে ইহার সমুচিত ফল প্রদান কর্‌ব। [গাত্রোত্থান্।]

ভীষ্ম। থাম থাম, আপনা আপনি বিবাদ কেন! [দ্রৌণীকে ধারণ।]

দ্রৌণী। [ক্রোধে] ছেড়ে দিন মহাশয়, ছেড়ে দিন,

[কাঁপিতে কাঁপিতে] কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা ? পাপিষ্ঠ, নরাধম, পরমারাধ্য পিতার নিন্দা আমার সম্মুখে, আচ্ছা তুই বল দেখি, পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে কাহাকে কবে কে পরাজয় করিতে পেরেছে। ইতর জনের মত চাতুরী করে পাশা খ্যালায় ফাঁকি দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হওয়া বড় প্রশংসার কার্য্য নহে। উঃ কি ঘৃণীত কার্য্য ! [দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ] হায় সে সময়ের কথা মনে করতে গেলে আজও কান্না পায়, লক্ষ্মীরূপা দ্রুপদ-রাজবালা কৃষ্ণাকে সভাস্থলে,————উঃ কি ধৃষ্টতার পরিচয় প্রদান করেছে ! তুই আচার্য্যকে নিন্দা কর্‌বি, তার আর আশ্চর্য্য কি ? যদি ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য হয়, যদি চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিতরূপে উদয় অস্ত হন, যদি ক্ষিতিতে অণুমাত্র পুণ্য থাকে, তবে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্যাধিপতি হবেন, তার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে সভায় রাধানন্দন সভাসদ, সে সভায় ত্রিলোকপূজিত আচার্য্য অপমানিত হবেন, কোন্ কথা, এই চরাচর বিশ্বসংসারে এমন কে আছে, যিনি অর্জ্জুনকে না পূজা করেন, বলিতে কি, যে বাসুদেব সদৃশ বলবান তার প্রশংসা আচার্য্য অবশ্যই করবেন। ইন্দ্রপ্রস্থ পূর্ব্বে যে যুদ্ধে লওয়া হয়েছিল, আজও কেন সেই যুদ্ধ করা হক না, মাতুল শকুনিও ত এখানে আছেন।

কর্ণ। আমি বেস বুঝিছি, তোমরা ভয়েতে পাণ্ডবগণের এত স্তুতি কচ্চ, যেমন নিমন্ত্রণ পেলে ব্রাহ্মণ জাতটা অতিশয় সন্তোষ হয়ে থাকে, তেমনি যুদ্ধটা আবার অতিশয় ভয়ের কারণ হয়, তাতেই অর্জ্জুন এত প্রশংসার পাত্র হচ্চে, এখন তোমাদের স্ব স্ব স্থানে গমন করা শ্রেয় হচ্চে। উদর ভরণ

যাদের একমাত্র কার্য্য তাদের যুদ্ধ স্থলে আনিবার বা কারণ কি? আমার মতে এখনি বার করে দেওয়া উচিত।

দ্রোণ। [ক্রোধে কম্পবান] এঁ্যা, মূঢ় রাধানন্দনের আজ্ঞায় আমি নির্ব্বাসিত হব?

ভীষ্ম। [স্বগত] আজ দেখ্‌ছি, বিষম বিপদ উপস্থিত হয়, গুরুর ক্রোধ হলে আর নিস্তার নাই, [প্রকাশে কৃতাঞ্জলি-পুটে] হে গুণনিধান্! আমাকে মার্জনা কর, অজ্ঞানের অপরাধ নিলে সকলই নষ্ট হয়, সাধু ব্যক্তি মূর্খজনকে সর্ব্বদাই মার্জনা করিয়া থাকেন, চন্দ্র সূর্য্যের রশ্মি যেমন সমভাবে সকল স্থানে পতিত হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণের জ্ঞান সমস্ত বিষয়ে সমান, এতদিন ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলে সকলি জান্‌ত, কিন্তু আজ অবধি দুর্য্যোধন অন্ধ বলে সংসারে ঘুষিবে। কি আশ্চর্য্য! সাক্ষাতে গাণ্ডীব ধনু দেখেও বল্‌চে, অন্য কেহ হবে, সম্মুখে পশুরা পর্য্যন্ত ঘ্রাণে আপনার শত্রু সমাগত জান্‌তে পারে। কিন্তু পশুর সদৃশ জ্ঞান দুর্য্যোধনের নাই, রে দুর্ম্মতিগণ! তোরা কি বলে আচার্য্যকে নিন্দা কচ্চিস। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে কি কিছুই দেখতে পাচ্চিস না, এক সূর্য্যতেজ অঙ্গে সহ্য করা ভার, এমন পঞ্চ সূর্য্য তোদের জন্য বর্ত্তমান রয়েছে, সুদিন পেয়ে বৈকর্ত্তন সমূহ উদয় হলো, আর কি রক্ষা আছে, গুরু মার্জনা করুন, [পদধারণ]

দুর্য্যো। [করযোড়ে] হে গুরু! এ অজ্ঞান অতিশয় অপরাধী হয়েছে, মার্জনা করুন।

দ্রোণ। আমি তোমার উপরে ক্রোধ করি নাই, ভীষ্মের বাক্যে অগ্রে প্রবোধ হয়েছে, যাই হক্, আজ যেন লজ্জা পেতে না হয়। উপস্থিত রণের সকলে উপায় কর।

"শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন চ নম্যতে।"

দুর্য্যো। [ভীষ্মের প্রতি] পিতামহ! এই যদি ধনঞ্জয় হয়, তবে ত্রয়োদশ বর্ষ না ফুরাতে কিরূপে আসিল?

ভীষ্ম। আমি অনেকক্ষণ গণনা করে দেখেছি, ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হয়ে, বরং সতের দিন অধিক হয়েছে। দুর্য্যোধন! এখনো তুমি ক্ষান্ত হও, আমি মীমাংসার চেষ্টা করি, বিশেষ যুধিষ্ঠিরের গুণের অন্ত নাই, প্রাণ যদি যায়, সেও স্বীকার, তবু একটীও মিথ্যা বলে না, কেবল একটী কথা বলিলেই সমুদয় মীমাংসা হয়, আর এই যে সম্মুখে দেখছ, নিশ্চয়ই অর্জ্জুন, একা অর্জ্জুন কুরুকুল কি, ভূমণ্ডল দলিতে পারে, যা ভাল বোঝ, তাই কর।

দুর্য্যো। প্রাণ সত্ত্বে তা পারব না, তিলার্দ্ধ ভূমি ভাগ দিব না, উপস্থিত যুদ্ধের উপায় করুন।

ভীষ্ম। [দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে স্বগত] এ প্রতিজ্ঞায় বংশে বাতি দিতে কেহ থাক্‌বে না, বুঝেছি; [প্রকাশ্যে] চল হে সকলে উপস্থিত রণের উপায় করা যাক্।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিরাট রাজভবন।

বালিকা চতুষ্টয় ও উত্তরা প্রভৃতি স্ত্রীগণ আসীনা।

সৈরিন্ধ্রী। বৃহন্নলা যখন সঙ্গে গ্যাছেন, তখন আর ভাব্‌নার বিষয় কি আছে? নিশ্চয় বল্‌চি জয় হবে।

উত্ত। সেই অবধি ভাই আমার এমনি ভাব্‌না হচ্চে।

সৈ। মধুমতী কি গ্যাছে?

উত্ত। সে অনেকক্ষণ গ্যাছে।

সৈ। দ্যাখ, সে এসেই বা কি বলে!

উত্ত। ঐ না আস্‌চে?

মধুমতীর প্রবেশ।

সৈ, উত্ত। [ব্যগ্রভাবে] হ্যাঁলো কি শুনে এলি?

মধু। আর কি শুনব, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

উত্ত। তবে কি দাদা যুদ্ধে নাই! [উচ্চৈঃস্বরে রোদন]

মধু। সেরূপ শুন্‌লেম না।

সৈ। তবে কি, ভেঙ্গে বল্‌না ছাই।

মধু। শুন্‌লেম, কুরুসৈন্যেরা কুমারকে ধরে নিয়ে গ্যাছে।

সৈন্ধ্রী। [উত্তরার হস্ত ধরিয়া] এ কখনই হতে পারে না। এ সংবাদ এনেছে কে?

মধু। এক জন দূত।

সৈন্ধ্রী। সে কি স্বচক্ষে দেখেছে?

মধু। না।

সৈন্ধ্রী। তবে কি?

মধু। যুদ্ধের মহাশব্দে সে নিকটে যেতে পারে নাই, এক জন আঘাতিত পলায়িত ব্রাহ্মণের কাছে শুনে এসে বল্‌ছে।

সৈন্ধ্রী। [হাস্য করিয়া] রাজনন্দিনি! তুমি এই শোনা কথায় বিশ্বাস করে কাঁদছ, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি এ যুদ্ধে জয় হবে।

একজন পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। রাজনন্দিনি! মহারাণী আপনাকে ডাক্‌ছেন।

উত্ত। [চক্ষু মুছিয়া] হাঁারে মা কি কচ্চেন।

পরি। তিনি এই সমাচার শুনে অস্থির হয়ে পড়েছেন।

সৈন্ধ্রী। কি আশ্চর্য্য? সেই নির্ব্বোধ অনুচরটার কথায় তিনিও যে দেখ্‌ছি পরিতাপিত হয়েছেন, আপনার আর বিলম্ব করা উচিত হচ্চে না।

উত্ত। এই আমি চল্লেম।

উত্তরার প্রস্থান।

মধু। রাজবাড়ীর সকলকে আজ কেমন কেমন দেখছি, এমন বিপদ কখন হয় নাই।

সৈন্ধ্রী। রাজাদিগের বিপদ সকল সময়েই হয়ে থাকে।

মধু। রাজা হওয়ার ত এই ফল।

স্বৈ। রাজাদিগের অপেক্ষা দীনদুঃখীরা সুখী।

মধু। তা সত্য, এই দেখ একবারে পুরী অন্ধকার হয়েছে।

স্বৈ। মধু, তুই একবার দেখে আয় দেখি, রাজনন্দিনী কি কচ্চেন?

মধু। আর কি কর্‌বেন, বুঝি কাঁদছেন, বলছ দেখে আসি।

প্রস্থান।

প্রথম। আজ কত খ্যালনা পাব, দাদা আমাদের জন্য আন্‌বেন, বলেছেন।

দ্বি। আমাকে ভাই একটী দেবে।

তৃতী। [দ্বিতীয়ের প্রতি] তোমাকে কেন দেবেন। [দাড়ি ধরে] কেমন ভাই নয় তোমার সঙ্গে যে আড়ি হয়েছে, আমাকে দেবেন।

দ্বি। [প্রথমের গলা ধরিয়া] তুমি বল দেখি ভাই ডাব্।

প্রথ। ডাব্।

দ্বি। তোমার সঙ্গে আমার একযুগ ভাব। [গলা ধরিয়া] কেমন এখন দেবে।

প্রথ। দেবো [স্বৈরিন্ধ্রীকে দ্যাখাইয়া] ওগো আমার এই চুল [দ্বিতীয়ের প্রতি দেখাইয়া] ওর মতন করে বেন্ধে দ্যায় না।]

স্বৈ। তোমার ফিতা জরি নিয়ে এস।

স্বৈরিন্ধ্রী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

স্বৈ। আহা! বালিকা স্বভাব কি সুন্দর, কি অনির্ব্বচনীয়

সুখদ কাল, যে কালে আমিও এক দিন রাজদুহিতা ছিলাম, আমিও এইরূপ সঙ্গিনী সহ খ্যালা করে অনুপম সুখলাভ করেছি। হায়! আর কি সে দিন ফিরে আস্‌বে, সে দিন দূরে থাক্‌, যদি ভিখারিণী হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে আর্য্যপুত্র-দিগের জীবন রক্ষা করিতে হইত, সেও আমার ভাল ছিল, তা হলে এরূপ যাতনা সহ্য করতে হত না। হায়! আমি না রাজরাণী? তবে আমার এরূপ দশা কেন? বুঝেছি, আমার ভাগ্যের ফলাফল আর্য্যপুত্রেরাও ভোগ কচ্চেন। হা মাতঃ! তুমি কি আমার দুরবস্থা জান্‌তে পেরেছ? তোমার সেই অতি আদরের, স্নেহের, যত্নের পাঞ্চালী, রাজরাণী হয়েও পরাধিনী হয়ে অতি কষ্টে দিনাতিপাত কচ্চে। মা! তুমি এ কথা শুন্‌লে অতিশয় মর্ম্মান্তিক বেদনা পাবে বলে, তোমাকে সমাচার পাঠা-ইনে, অথবা লোকপরম্পরায় অবশ্যই শুনে থাকবে, তা হলে আমার জন্যে কি অশ্রুপাত কচ্চ, না, একেবারে ভুলে গেছ, এ অভাগিনীর অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ, মা তুমি যদি একেবারে ভুলে গিয়ে থাক, তবে আমার জীবনে কাজ কি? [রোদন] মা! এত ভালবাসা কি বিস্মরণ হয়েছ, তা হতে পারে না, আমি তোমার নিকটে সদাই হাস্‌তেম, তাই দেখে তুমি এক দিন অধীর হয়ে বলেছিলে, মা, তোমার এই হাস্য কি চির দিন দেখতে পাব? বলে বিমর্শ হয়েছিলে। হায় এ পাপ দেহ পতন হলেই নিশ্চিন্ত হই।

অন্তরালে উত্তরার প্রবেশ।

হায়! স্বয়ম্বরকালে কি পর্য্যন্ত মনঃকষ্ট পেয়েছি, রাজারা যখন মীনলক্ষ ভেদ করিতে না পেরে সকলেই অপারক হলো,

তখন পিতা নিজ পণ হেতু সকলের নিকট তিরস্কৃত হইতে লাগিলেন। তার পরে বিধাতার নির্ব্বন্ধে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েও ঘোর প্রমাদ উপস্থিত হলো।

উত্ত। কি আশ্চর্য্য! সৈরিন্ধ্রী কি রাজবালা?

হায়! আর্য্যপুত্রেরা যুদ্ধে জয়ী হলে মনে করলেম, এই বুঝি আমার দুখনিশি প্রভাত হলো; কিন্তু তার পরেই এই সকল সর্ব্বনাশ উপস্থিত। পাষাণ-হৃদয়! আমি বেস জেনেছি, তুমি অতি কঠিন, হায়! জয়দ্রথ স্পর্শমাত্রেই তুমি বিদীর্ণ হলে না, তোমাকে ধিক! [দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ] তোমার বা দোষ কি? এখনো আমার যন্ত্রণার শেষ হয় নাই, অনেক বাকি আছে। দীননাথ! আর কত অদৃষ্টে লিখেছ। ঠাকুর! এ পিশাচির উপর কি একেবারে দয়া শূন্য হয়েছ [রোদন] আমি স্বামী ভিন্ন ত আর কিছুই জানি না, যদি আজীবন আমার মনে অণুমাত্র পাপ স্থান পেয়ে থাকে, তবে যেন এখনি তার সমুচিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়। প্রায়শ্চিত্তের বা আর বাকি কি? দিনান্তে যদি আর্য্যপুত্রদিগকে একবার দেখতে পাই, তা হলে সকল তাপ্ জুড়াই। হায়! আমার এই শয্যা যেন শেষ শয্যা হয়। [চক্ষু মুদ্রিত করে ভূমে শয়ন।]

উত্তরার পুনঃ প্রবেশ।

উত্ত। এ সমাচারটা আমার বিবেচনা হচ্চে যথার্থ, বিশেষ সৈরিন্ধ্রার পরামর্শ অতীব আদরনীয়। যাই হক এ কথাটা সৈরিন্ধ্রীকে না বলে থাক্‌তে পারিনে, কিন্তু সৈরিন্ধ্রীর কান্না শুনে, হৃদয় ব্যথিত হলো। কি আশ্চর্য! সৈরিন্ধ্রী ত সামান্যা স্ত্রীলোক নন? কৈ সৈরিন্ধ্রী কোথায়?

সৈ। [চক্ষু মুছিয়া] এই যে ভাই, এখানে আছি।

উত্ত। সৈরিন্ধ্রি! তুমি কি কাদ্‌ছিলে ?

সৈ [নিস্তব্ধ।]

উত্ত। কেন ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি ?

সৈ। [নিস্তব্ধে রোদন।]

উত্ত। বলবে না ভাই ? আমার ভয় হচ্চে, বিশেষ মা এ কথা শুনলে আর রক্ষা রাখবেন না; আমি কিছু কিছু শুনেছি।

সৈ। তোমার মনে আবার ব্যথা দিয়েছি, [দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ।]

উত্ত। দ্যাখ ভাই, আমার সঙ্গে কোন কথা তোমার গোপন করা উচিত হয় না। এস মার কাছে যাই এস।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্রের এক পার্শ্ব।

দ্রুতবেগে একজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। আঃ বাপ্‌রে বাপ্, এমন জান্‌লে কোন্ শালা এ মুখ হতো, প্রাণটা যেন হাঁস্ ফাঁস্ করে বেরুতে চাচ্চে, যাই হক ভাগ্যে পালিয়ে এসেছি, তাই রক্ষে, বিশেষ এমন মজা কখন হয়নি, আমাকে কেহ চিন্‌তে পার্‌বে না, এই এতবড় দাড়ি, এই আকর্ণ টানা গোঁপ, এ দেখ্‌লে——[বাই আনা ধরণে মাথায় হাত দিয়া নৃত্য] হা, হা, হা, নেপথ্যে মহাশব্দ, ওঃ বাবা আবার একি, যাই কোথা, এদিকে আস্‌চে নাকি [ভয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ] বাবা আমি গরিব ব্রাহ্মণ, আমার কচি ব্রাহ্মণীকে কেহ বিধবা কর না আমার আশাটী মস্ত। দ্রোণী আমাকে দশটী গাভী দিবে বলে, সেই আশায় কচি ব্রাহ্মণীকে ছেড়ে, এই দূরদেশে এসে পড়েচি, বাবা! যে ভয়ানক যুদ্ধ, এতক্ষণে বোধ হয়, তাঁরা সকলেই পটল তুলেছেন, আমি কেবল আছি; ভয়টা অতিশয় হয়েছে, বুঝি এ যাত্রায় কচি ব্রাহ্মণীকে আর দেখতে পেলেম না; মিথ্যে কি, আসবার কালীন সে বেটীও অনেক নিবারণ করেছিল। ব্রাহ্মণ জাৎ, লোভটা অধিক হলো, ভুলতে পারলেম না; কিন্তু তিনি আমাদের যাওয়ার বিলম্ব দেখে, বোধ করি, এত দিনে কারবার——তা হলেই প্রতুল। একি এত কাঁপ্‌ছি কেন?

হে ঈশ্বর! যেন দুকুল ফাঁকি না পড়ি। [নেপথ্যে মহাশব্দ] ও বাবা! এইবার বুঝি ধরলে, এখন কি করি? যাই কোথা? তা এখানে ঘোমটা দিয়ে বৌ সেজে বসি, তা হলে যদি বাঁচতে পারি, আর ত উপায় দেখছি না; কেউ জিজ্ঞাসা করলে কথা কব না। [ঘোমটা দিয়া উপবেশন]

নেপথ্যে—ধর-ধর-ধর।

একজন অনুচরের প্রবেশ।

অনু। যাঃ পালিয়েছে, অনেক দূর এসে পড়িচি, আর দৌড়িতে পাচ্চিনে, তা এখানে একটু বিশ্রাম করি। একি! এখানে যে দেখছি, একটী মেয়েমানুষ বসে রয়েছে. এ আবার এ নির্জ্জন স্থানে কোথা হতে এল? বাঃ কি সুন্দর রূপ! যেন গোবর গাদয় বোগ্‌না প্যারি বসেছেন, আবার তায় অলঙ্কার শূন্য. একি কিরূপ হলো, আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনে, পেত্নি নাকি? না,—তা হলে ত হাতে শাঁকা থাক্‌ত? ভাল করে দেখ্‌তে হলো, [নিকটে গিয়া] ও লো বিদ্যাধরি! আপনি কে? আর এই জন শূন্য স্থানে একাকিনী বা কেন?

ব্রা। [নিস্তব্ধ]

অনু। তাইত একটীও প্রতি উত্তর পেলেম না যে? কারণ কি? দেখ আমরা বীর পুরুষ, পশ্চাতে আমাদের কাছে কিছু গোপন রাখ্‌তে পারবে না। এই বার মানে মানে নিজ পরিচয় দিয়ে সন্তোষ কর।

ব্রা। [নিস্তব্ধ]

অনু। তবু নিস্তব্ধ! তবে আমি আর অপেক্ষা কর্‌তে পারিনে, যিনি হন, উত্তর পাইতে ইচ্ছা করি, [নিকটে গমন।]

ব্রা। ছুঁঃ ছুঁওনা, কুল কামিনী।

অনু। প্রতিউত্তরে আমার মনের ভাব অন্যরূপ হইল, যাহক্ দেখ্‌তে হয়েছে। [নিকটে গিয়া ঘোমটা উন্মোচন।]

ব্রা। [কাঁপিতে কাঁপিতে] বাবা, আমি ? বাবা আপনি।

অনু। ও বাবা! এ আবার কে? এত বড় গোঁপ?—বউ সেজে [তলোয়ার উন্মোচন।]

ব্রা। [কাঁপিতে কাঁপিতে] বাবা—বিধবা—বিধবা—বিধবা—

অনু। বিধবা কিরে ব্যাটা ?

ব্রা। আমার কচি ব্রাহ্মণী বিধবা হলোরে বাবা!

রোদন।

অনু। আচ্ছা তুই চল্।

ব্রা। কোথায় বাবা ?

অনু। শ্বশুর বাড়ী।

ব্রা। তৃষ্ণায় গেলুম বাবা, জল দিয়ে বাঁচা।

অনু। তোর বাড়ী কোথায় শীঘ্র বল।

ব্রা। আমি—আমি।

অনু। আমি কি দেখ্‌বি ?

ব্রা। বাবা চণ্ডী শোনাই।

অনু। কি শোনাবি শোনা।

ব্রা। [কঃ পাপিষ্ঠ মমাধিকঃ]।

অনু। তোর ভণ্ডামী আর শুন্‌তে চাইনে, তুই এদিকে আয়।

[হস্ত ধরিয়া বেগে পলায়ন]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধ ক্ষেত্র অর্জ্জুন ও উত্তর রথোপরি আসীন্।

অর্জ্জু। [উত্তরের প্রতি] দ্যাখ, ভয়েতে সৈন্যেরা পালাচ্ছে, ভয়ার্ত্তদিগকে মারিবার আবশ্যক নাই, পিতামহ যেখানে আছেন, সেই খানে রথ লয়ে চল।

উত্ত। মহাশয় আমার আর শক্তি নাই, আমি অপারক হয়েছি,

অর্জ্জু। এখনি তুমি অপারক হলে চলবে কেন?

উত্ত। মহাশয়! আমার শরীর দেখুন, আমি অতিশয় ক্ষীণ হয়ে পড়েছি।

অর্জ্জু। ক্ষত্রিয় লক্ষণ তোমাতে অণুমাত্র নাই।

উত্ত। মহাশয়! পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন, ধনুষ্টঙ্কারে কর্ণ একেবারে গ্যাছে, আর শরীরের রক্ত জলবৎ হয়েছে।

অর্জ্জু। নিকটে শত্রু উপস্থিত থাক্‌তে এরূপ বলা অতি অন্যায়।

উত্ত। প্রভু! আপনার অদ্ভূত কর্ম্ম সকল দ্যাখা দূরে থাক্ কখন কর্ণে শুনি নাই, অগ্রে আপনারে যেরূপ দেখে

ছিলেম্ এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরিত দেখ্‌ছি। এরূপ ভয়ঙ্কর-মুর্ত্তি আমি কখন দেখি নাই, আমার প্রাণ বহির্গত হয় আমি আর স্থির থাক্‌তে পাচ্চিনে।

অর্জ্জুন। [স্বগত] কি বিপদ, [প্রকাশে] স্থির হও, ভয় ত্যাগ করে রশ্মী ধর, এত ভয়ের কারণ কি? এখনি রণে ভঙ্গ দিলে, আমার এই অসীম ভুজবল কাহারে দ্যাখাইয়া আজ ক্ষিতিতে রক্তের কর্দম্ করে নদী বহাইব, রুধির নীর হবে, কুঞ্জর কুম্ভীর হবে, অশ্ব কচ্ছপ্ হবে, নর মীন্ হবে, হস্ত পদ তৃণ কাষ্ঠ্যাদী হবে, আর রথ সকল হংস হয়ে জলে ভাস্‌বে।

উত্ত। ঐ দেখুন্ দেখি, তবে এ যাত্রা আমার আর রক্ষা নাই।

অর্জ্জুন। [রোষ ভরে] তুই না রাজ্ পুত্র, কি যুদ্ধ দেখে এর মধ্যে তোর শরীর এত শুষ্ক হলো, অগাধ জলধি মধ্যে মীন সম এই কুরু সৈন্য এদের জয় করা কি এই সামান্য যুদ্ধের কর্ম্ম? এখনো দাবানল সম পিতামহ রয়েছেন, উহাঁর নিকটে শিঘ্র রথ লয়ে চল্, কতদূর আমার হস্তের বেগ্ আজ তাঁকেও দ্যাখাতে ক্রটী কর্‌বনা, যে অস্ত্রে কালকেয় প্রভৃতিকে বধ করেছি, আজ সেই অস্ত্রে শিমুলের তুলার ন্যায় তাঁহার সৈন্য উড়াইব, তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই, স্থির হয়ে রথে বসো, [গাত্রে হস্ত বুলায়ন]

উত্ত। [সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করে] হে প্রভু! তুমি যার প্রতি সানুকুল, এ জগন্মণ্ডলে সেই বলবান্, প্রভু! দেখুন কেমন দীর্ঘাকার আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, প্রশস্ত ললাট, একজন মহাপুরুষ আস্‌ছেন।

অর্জ্জুন। এই যে পিতামহ এদিকে আস্‌ছেন, ভালই হয়েছে

উত্ত। প্রভু! এই পবিত্রপুরুষকে দেখে অকস্মাৎ আপনার চক্ষের জল কেন পতন হল?

ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। কৈ আমার হৃদয়নিধি, নয়নপুত্তলি ফাল্গুণী কোথায়? হ্যাঁরে অর্জ্জুন তুই একেবারে এত শীর্ণ হয়ে গেছিস্‌ হা জগদীশ্বর! তুমি সকলি কর্ত্তে পার, এই যে আমার অষ্টমীর নির্ম্মল মুখচাঁদে দুঃখরাহু নিবসতি করে কালিমা করে ফেলেছে, [দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ] এঁ্যা এ পাপ দেহে ইহাও আমাকে দেখ্‌তে হলো, হায়! তোদের নির্ব্বাসনের মরমভেদি বাক্য যে দিন আমার স্মরণ পথারূঢ় হয়, মনুষ্যের জীবনাশক ব্যাধির মত সেদিন এ পাষাণ হৃদয়ও তাপিত হয়ে আপনাপনি রোদন করিতে থাকে, আর মনে হয়, এ যাতনা সহিবার চেয়ে মৃত্যুকে আহ্বান করে চিরতাপিত জীবনকে শীতল করি, হাঁারে আমি কি স্বপ্নে দেখ্‌ছি, না সত্য সত্যই তুই আমার কাছে এসেছিস্‌ তোরা যে কত আদরের তা আমি জানি, হায়! সূর্য্যরশ্মী যাদের কষ্টকর বোধ হইত, অমৃত তুল্য রাজভোগ যাহাদের তিক্ত কষায় লাগিত, দুগ্ধফেণানিভ পর্য্যঙ্কে শয়ন করে যাদের সুখপ্রদ না হইত, এমন প্রাণাধিকেরা বনে বনে ফলমূল আহার করে, বল্কল পরিধান করে তপনতাপে তাপিত হয়ে, ধরাসনে শয়ন করে, দিন যামিনী কাটাইয়াছে। হায়রে বিধি! ইহাদের দেখে তোমার মনেও কি অণুমাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নাই, হায়! আমার দুঃখ বিভাবরী শেষ হয়ে কি সুখ তারা উদয় হলো, নির্দ্দয় বিধি এই ভাগ্যহীনদিগকে কেন প্রতিপালন

করিতে আমাকে শিখাইয়াছিলে! তা হলে ত আর এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হত না, [স্বগত] যদি ধর্ম্ম সত্য থাকেন, তবে যেন তোদের কষ্টদাতা সমুচিৎ ফল পায়। এ্যা কি বলিলাম দুর্য্যোধন যে আমার রক্ষিত।

অর্জ্জুন। [রথ হইতে নামিয়া ভীষ্মের পদ ধরিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রনিপাৎ পূর্ব্বক] পিতামহ আমি এসেচি।

ভীষ্ম। [রোদন করিতে, করিতে] কে আমার নয়ন তারা এলি, আয় কোলে আয়, হ্যাঁরে আমাকে কি এত কষ্ট দিতে হয়, তোদের কি একটু মায়া দয়া নাই, তোদের হৃদয় কি বিধি পাষাণে নির্ম্মাণ করেছেন? [বাষ্পাকুললোচনে মস্তক চুম্বন।]

অর্জ্জুন। হে দেব! কি জন্য এ বিরাটদেশে আগমন হয়েছে, আপনার কি এ কার্য্য শোভা পায়, পর দ্রব্য হরণ করা কি মহাপাতক নয়?

ভীষ্ম। হ্যাঁরে তুই কি এ কথা বিশ্বাস করেছিস, আমি কি বিরাটের গাভী নিতে এসেছি? [রোদন] কেবল তোদের হারা হয়ে, তোদের মঙ্গল সমাচার নিতে এখানে এসেছি, পর রাজ্য ধন লওয়া দূরে থাক্, তোদের বিহনে ইন্দ্রত্য আমার পক্ষে অরণ্যবৎ, তোরা এখানে আছিস শুনে আমি আর স্থির থাক্তে পার্লেম না, এতদিন আমাকে ভুলে কেমন করে আছিস্ বল্ দেখি, আমার রাজ্য ধনে কি প্রয়োজন, যা করি কেবল তোদের জন্য বৈত নয়।

অর্জ্জুন। পিতামহ! তোমার প্রসাদে এই ত্রয়োদশবর্ষ নির্ব্বিঘ্নে কাটালেম, তোমার প্রসাদেই আমরা বনে বহু কষ্টে রক্ষা পেয়েছি, হে দেব! আশীর্ব্বাদ কর, আজ কুরু সৈন্য

ধ্বংস করি, তুমি সকলি জান, তোমাকে বলিবার নূতন কিছুই নাই, এইক্ষণে দুর্য্যোধনকে দ্যাখাইয়া দাও, তারে সমুচিৎ ফল প্রদান করি।

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন আমা'র রক্ষিত, আমি কি সে কার্য্য কর্ত্তে পারি?

অর্জ্জু। হে দেব! তবে আর বিলম্ব কেন, কুরু রাজাকে রক্ষা করিবার উপায় শীঘ্র করুন্।

ভীষ্ম। [স্বগত] তোর গায়ে কি আমি বাণ মার্তে পারি? [প্রকাশে] আচ্ছা তাই স্বীকার।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণা ও উত্তরা আসীন্।

উত্ত। আহা কি সুন্দর লাবণ্য, এমন ভুবনমোহন রূপ ত আর কখন দেখিনে ভাই, স্বপনের নিধি কি স্বপনেই মিসাইয়ে গ্যাল, হায়! আর কি তাঁরে পাব?

কৃষ্ণা। উত্তরে আমি বল্‌ছি বাঞ্ছিত বস্তু বিধাতা অবশ্যই মিলাইবেন।

উত্ত। সখি! এ অদৃষ্টে নয়, [দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।]

কৃষ্ণা। কেন ভাই বিধি আমাদের ভাগ্যে কি এতই কঠিন হবেন? কখনই নয়।

উত্ত। সখি! আমার স্থির জলধি সম এ বিশুদ্ধ চিত্ত কেন অকস্মাৎ এত চঞ্চল হলো।

কৃষ্ণা। ভাই, আজ তুমি অতিশয় অধীর হলে, স্থির হও, ঈশ্বর অবশ্যই তোমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন।

উত্ত। আমি যতই কেন মনে করি না, লৌহ শলাকার ন্যায় আমার এই ধৈর্য্যশালী মন সেই এক পথেই ধাবিত হচ্চে।

কৃষ্ণা। [স্বগত] সখির অন্তরে প্রণয় বৃক্ষ রোপিত হয়েছে দেখ্‌ছি, [প্রকাশ্যে] আচ্ছা আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি?

উত্ত। অবশ্যই পার, তোমার কাছে আমার গোপন কি আছে?

কৃষ্ণা। আচ্ছা, তবে কি স্বপ্ন দেখেছ? আমার কাছে সমুদয় বল।

উত্ত। উঃ সেকথা মনে কর্ত্তে গেলে এখন শরীর লোমাঞ্চিত হয়, তবে শোন।

কি কহিলে প্রাণ সখি কেমনে কহিব
মরি সে মরম কথা, যাহা অঙ্কিত এ
হৃদে, প্রস্তর রেখারন্যায়, সে রূপের
মাধুরি, আমি ভুলিতে কি পারি জনমে?
হায় নিশীথ সময়ে যখন, নিদ্রায়
শয়ন, শশীর আলোকে যবে পুলক
এ ভব, বিনোদিনী নিশাধনী আমোদে
বিহ্বল, এ মহামণ্ডলে জীব বিশ্রামে
মগন, এ হেন কালে দেখি অপরূপ
রূপ, ইন্দু বিনিন্দিত জিনিয়ে হিরণ্য
নবীন নীরদ মাঝে সৌদামিনী যথা,
একি স্থির সৌদামিনী উদয় হইল
আহা মরি মম চিত্তাকাশে, ধিরে আসি
রূপরাশি জিজ্ঞাসেন তখন, "গা তোলো
প্রেমময়ি বালে! শুভনিশি আজি দেখ
চেয়ে, এস মম সাথে, দেবতা বাঞ্ছিত
স্থানে যাইব এখনি, আইল যে শুভ
দিন, উঠরে সত্বর, প্রণয়িনি শুভ

কর্ম্মে সময় ক্ষেপণ কেন কর আর।”
বিমোহিত স্পন্দহীন আছি দাঁড়াইয়া,
কি বলিয়া জিজ্ঞাসিব কিছুই না জানি,
হেন কালে দেখি এক আশ্চর্য্য ঘটনা
অকস্মাৎ কোথা হতে রথ আবির্ভূত,
হেরিয়ে বিস্ময় হায় লাগিল আমার
দেবতা দুর্ল্লভ রথ কনক রচিত
উঠিলাম তদুপরি দেবতা সহিত,
করে ধরি হৃদয়েশ জিজ্ঞাসে তখন,
“হের প্রাণ-পুতলিকে হরিণ-লোচনে;
কত গিরি, কত নদী, কত উপবন,
ছাড়িয়ে চলিছ সব বাম দিকে রাখি।”
কোথায় যাইতে হবে হে দেব এখন,
বলিয়া ঔৎসুক চিত্ত কর প্রফুল্লিত।
মৃদুমন্দ হাসি নাথ দেখান তখন,
“ঐ যে অদূরে প্রিয়ে! সুবর্ণ-কলস;
ঐ যে কদলি বৃক্ষ রোপিত দ্বারেতে,
হেমময় অট্টালিকা দেখ লো নয়নে,——
সিংহদ্বারে কত দেব প্রবেশিবে বলে,
অপারক হইতেছে দেখ লো চাহিয়ে।”
কাহার ভুবন এই স্বর্গ বিমোহন,—
কহ নাথ ত্বরা করি কেন আগমন,
বলিতে বলিতে রথ দ্বারে উপনীত।
অমনি হইল বাদ্য বাজিল বিপঞ্চী,

আইল অঙ্গনাদল হুলুধ্বনি করি,
নামিলেন প্রিয়তম কর ধরি মম,
বেষ্টিত মহিলাদল সুচারুহাসিনী,——
সম্মুখে সুবর্ণবেদি পবিত্র আসন,
চৌদিকে ফুলের মালা অতি সুশোভন ;
কোথায় পল্লব সব নড়িছে মৃদুল,
ডাকিছে দর্শকের, পবিত্র প্রণয়ের
বিনিময় দেখাতে। হেনকালে ভীষণ
ঝড় উপস্থিত, গভীর জলদজালে—
চন্দ্রমা ডুবিল, হাত বাড়াইয়া চাঁদে ;
ধরিব যেমন উঠিলাম ঘুম ভাঙ্গি।
কোথা নাথ অকস্মাৎ শিরে বজ্রপাত।
কোথা নাথ প্রাণনাথ হা নাথ হা নাথ॥

সৈন্ধ্রি। এমন উৎকৃষ্ট স্বপ্নবৃক্ষে অবশ্যই শুভ ফল ফলিবে ; ব্যালা গিয়েছে, এখন চল যাই।

উত্ত। হ্যাঁ ভাই, চল।

প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শকুনি ও অর্জ্জুন।

যুদ্ধক্ষেত্র।

অর্জ্জু। কি মাতুল কোথায় গমন হচ্চে? চিন্তে কি পার?

শকু। [ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে] [স্বগত] যেখানে বজ্রের ভয়, সেই খানেই কি বিদ্যুৎ হয়? [প্রকাশে] তা—ই—ব-ল্-ছি, বাবা আমি তোমাদের শুভার্থী আমাকে ছেড়ে দেও।

অর্জ্জু। বিশেষ শুভার্থী, কপট পাশা খ্যালার তুমিই ত মূল, আজ দুজনে এস দেখি পাশা খেলি? ও কি, মাথা হেঁট করলে কেন?

শকু। বাবা আমি কিছুই জানিনে, দোহাই তোমার। [স্বগত] ব্যাটা কানায়ে ভাগনে রে, আজ দেখছি, কোনমতে ছাড়বে না।

অর্জ্জু। আজ ধনুক পাশা করব, অস্ত্রগণ লক্ষ্য হবে আর তোর পক্ষীয় সেনাদের মস্তক সারি করে, আজ তোর মস্তক ছেদন করব।

শকুনি। [স্বগত] আজ আর উপায় নাই, বুঝি প্রাণ

জায়, ওঃ মনে পড়েছে, [প্রকাশে] তোমায় দেখে আমার ভয় কিসের, সহদেবের সহিত আমার যুদ্ধ হবে, প্রতিজ্ঞা আছে।

অর্জ্জু। [স্বগত] সত্যইত, কিন্তু মাতুলকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে, ঐত যত কুবুদ্ধির মূল।

শকু। কি বাবাজি, কি ভাব্‌ছ, তোমাকে ছেড়ে দিব না, যুদ্ধ কর্‌তে হবে, ভয় পেয়েছ না কি!

অর্জ্জু। [ঈষদ্ধাস্যে] তাইত, এরমধ্যে মাতুলের এত ভরসা হলো কিসে।

শকু। আজ তোর রক্তে স্নান কর্‌ব, এই সহ্য কর্, [অস্ত্রক্ষেপণ] এই অস্ত্রে আমি ক্ষিতি দহন কর্‌তে পারি।

অর্জ্জু। [ক্ষণেক চিন্তিয়া] [বেড়াপাক অস্ত্র ক্ষেপণ] ওকি মাতুল, কুমারের চাকার ন্যায় ঘুর্‌ছ কেন?

শকু। ওরে বাবা গেলাম্, মলেম্।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রজক্ গৃহ।

ভজার সহিত খর পৃষ্ঠে শকুনির প্রবেশ।

নিমে। আরে ভজা, তোর এত বিলম্ব কেন বল্‌দেখি, আমি কাপড় না পেয়ে এই এতক্ষণ বসে রয়েছি।

ভজ। আর দাদা, বলব কি, ঐ দ্যাখ।

নিমে। ও পুৎখাকির ব্যাটা, ওকি রে?

ভজ। নবদ্বীপের রাধানাথ—গাদায় চড়া গোবর গনেশ।

নিমে। আরে হত ভাগা, ক্ষেপেছিস্ না কি?

ভজ। একরকম বটে।

নিমে। ওকি, ভেঙ্গে বলনা।

ভজ। কোটর চখো হুন।

নিমে। পাজি আমার কথায় উত্তর দিবিনে, আজ দিন্‌টে অনর্থক গেল।

ভজ। ঐ চেয়ে দ্যাখনা, দাদা, এলো কপিটী কেমন সদ্য মিটির মিটির চাচ্চে।

নিমে। এলকপি আবার কোথায়।

ভজ। ঐ যে মাথায়।

নিমে। কাণ্ডটাই বা কি দ্যাখ্যাক্ দেখি, [শকুনির নিকটে গমন]

ভজ। হুঁ হুঁ দাদা কর কি কাছে যেওনা, এই দূরে থেকে এক ঘা মেরে দ্যাখ, মজা দেখ্‌বে।

নিমে। আঁচড়াবে না ত।

ভজ। আঁচড়ালে, হেড় শেঁকব না।

নিমে। তুই ব্যাটা কেরে, আমাদের গাধার উপরে নবাব্ হয়েছিস্।

শকু। [লজ্জায় মাথা হেট করিয়া] আমি—আমি—

ভজ। [বেত্রাঘাৎ] ওঠ্ বেহায়া ওঠ্, সারাদিন জানয়ার টায় চোড়ে একবারে মেরে ফেলেছে, ওঠ্ বেহায়া আর আয়েস্ নিতে হবে না [পুনরায় বেত্রাঘাৎ]

শকু গোঁ গোঁ, হুঁ—কি, গে—ল—ম্—রে—বা—বা—

নিমে। বোঁচা তবু যে ওঠে না, ভজ আমার সেই মুগুর গাছটা একবার নিয়ে আয় ত, বোঁচারে ওঠাই।

ভজ। তবু বোঁচা উঠ্‌বিনে, [বেত্রাঘাৎ]

শকু। বা—বা—গ্যা—লো—ম,—ম—লু—ম—রে।

নিমে। ভজ! একি রঙ্গ? আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্চি নে, একে পেলি কোথায়? কাপড়গুল বা কোথায় রেখে এলি?

ভজ। আর দাদা, সে কথা শুন্‌লে তুমি আর হেসে বাঁচবে না।

নিমে। কি বল্ দেখি?

ভজ। আমি বাবুদের বাড়ি থেকে জানোয়ারের পিঠে কাপড় দিয়ে আন্‌ছিলেম, হা-হা-হা—

নিমে। তার পর।

ভজ। তার পরে হঠাৎ একটা ঘুরুনে বাতাস এলো, আমি

দাঁড়ালেম, দেখি, এই বোঁচা ভূত ঘুরছে।

নিমে। ও বাব ! এটা কি ভূৎ ? আকার বটে সেই রকম, তার পর ?

ভজ। তার পর কাপড়গুল উড়ে গেল, অমনি কর্ত্তা এসে জানোয়ারের স্কন্ধে চেপে বস্‌লেন, কত ঝাড়ান করলেম, কত মন্ত্র পড়লেম, কিছুতেই আর নাবাতে পারলেম না।

নিমে তবে এখন উপায় ?

ভজ। শ্যামা বাগ্‌দীকে ডাক, জানোয়ারটা বুঝি যায় ?

নিমে। তবে ডেকে আনি তুই এখানে থাক।

ভজ। আচ্ছা যাও—

নিমের প্রস্থান।

ভজ। তোমার ঐ এল কপিটি চিবিয়ে খাব, দেখি তুমি কতক্ষণ থাক, এইবারে ওল্।

শকু। বাবা দোহাই তোমার, আমার উলিবার শক্তি নাই, জমাট্ হয়ে গ্যাছে।

ভজ। জমাট্ হয়ে গ্যাছে কি রে বেহায়া [বেৎ মারিতে উদ্যত]

শকু। বাবা আর মারিসনে, কি কর্ত্তে হবে বল্ ?

ভজ। [বেৎ দ্যাখাইয়া] এতেই তোকে ওলাব, ওল।

শকু। জানায়ারের পিঠে শরীর জুড়ে গেছে, কি করে উলি।

ভজ। ব্যাটা আবার বজ্জাতি জুড়্‌লি, আমি যে হায়রান হলেম, লক্ষ্মী ওল।

শকু। যথার্থ বল্‌ছি বাবা উল্‌তে পাচ্ছিনে।

ভজ। তুই কোথা হতে জানয়ারের পিঠে এলি, বল দেখি।

শকু। উড়ুনে বাতাসে এনে ফেলেছে।

ভজ। আর কি দেশে স্থান পেলি না, এই গরিবের উপরে পত্র বাজি।

একজন ব্রাহ্মণের সহিত নিমের প্রবেশ।

নিমে। কেমন ওলাতে পার্‌লি ?

ভজ। ও দাদা, আর শুনেছ, ঐ শোন।

নিমে। কিরে ?

ভজ। আমাদের পেকম্বর শতের টাকার জানওয়ারটার মাথা খেয়েছেন।

নিমে। কেন বল্‌দেখি।

ভজ। পীর জানয়ারের সঙ্গে জুড়ে গ্যাছেন।

নিমে। বলিস কিরে, আজ এক লাঠিতে ওকে কর্ম্মনাশা পার কর্‌ব।

ব্রা। [স্বগত] ওমা, এ যে দেখ্‌ছি আমাদের তিনি, মামা ঠাকুর মহাশয়, তা যা হক এখন প্রকাশ করা হবে না, প্রকাশ থাম থাম, তোমরা গোল কর না, বুঝি কোন উপরি লোক, ছল্‌তে এসেছেন।

ভজ। সে কিরূপ মশাই ?

ব্রা। আরে ছেলে মানুষ বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, তোমাদের ভাল কর্‌বার জন্যে কোন উপরি লোকের আগমন হয়েছে।

ভজ। তা হলে এত বেতে চুপ্‌ করে রহেছেন।

নিমে। ভজা থাম, অনেক কষ্টে বাবাকে পেয়েছি,

বাবা, একজন বুজ্‌দার লোক, ঝা কর্ত্তে হয় করুন, তুই চুপ্ কর।

ব্রা। তবে মামা ঠাকুর কোথা হতে ছল্‌তে এসেছ সত্য করে বল দেখি, এরা চাসা লোক, এঁদের স্কন্ধে কেন?

শকু। বাবা আমাকে একটু জল দিয়ে বাঁচাও, তৃষ্ণায় প্রাণ যায়।

ব্রা। ভজ শীঘ্র জল নিয়ে এস,—আর দেখিস কি অনুগ্রহ হয়েছে।

জল আনিতে ভজহরির প্রস্থান।

নিমে। মশাই কেমন রোজ।

ব্রা। বড় ভাল, কিন্তু এখানথেকে নিয়ে যাওয়া উচিৎ।

নিমে। যা ভাল বোঝ তাই কর।

গাধা লইয়া সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজভবন।

চারিটী রাজকন্যা ও রাণী।

রাণী। মঙ্গলঘট স্থাপন হয়েছে।

প্র-ক। অনেক ক্ষণ হয়েছে।

রাণী। তাতে আম্রপল্লব দেওয়া হয়েছে?

প্র-ক। সমুদায় হয়েছে।

রাণী। তবে বরণডালা এদিকে নিয়ে এস। মা সিংহবাহিনীর প্রসাদে এমন দিন যে হবে, এ কারুর মনে ছিল না।

তৃতী। মা! রাজপথে কেমন শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সেনারা দাঁড়িয়েছে, একবার দেখবে এস না?

রাণী। মা সিংহবাহিনীর কৃপায় কুমার জয়লাভ করে এলে, আমার সকল মনোরথ পূর্ণ হয়।

দ্রুতবেগে মধুমতীর প্রবেশ।

মধু। মা! মহারাজ আসছেন।

দ্বিতী। সত্যই ত, ঐ যে ভেরি বাজ্‌তেছে।

মধু। এস আমরা ছাদে গিয়ে দেখি।

রাণী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিরাট রাজার প্রবেশ।

রাজা। [রাণীর প্রতি] মহিষি! সকলকে দেখ্‌ছি, কিন্তু কুমারকে যে দেখছি না, কারণ কি?

রাণী। নরবর! আপনি কি কিছুই শোনেন নাই।

রাজা। [আশ্চর্য্য হইয়া] আবার কি ঘটিয়াছিল?

রাণী। আপনি ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধে গমন করিলে পর, কৌর-বেরা আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করেছিল।

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! তার পর।

রাণী। তার পর, কুমার রথী, সারথী প্রভৃতি কিছুই না পেয়ে বৃহন্নলাকে সারথী করে যুদ্ধে গমন করেছেন।

রাজা। [ভূমে পতন ও শিরে করাঘাৎ পূর্ব্বক] মহিষি! সর্ব্বনাশ করেছ। হা কুমার! হা প্রিয়তম পুত্র! তোমাকে এরূপ অন্যায় মন্ত্রণা কে দিলে? সেই অসংখ্য কুরু সেনার মধ্যে একক যুদ্ধ করিতে এরূপ সাহস তোমার কেন হলো। হায়! এতক্ষণ বুঝি আমার কপাল ভেঙ্গেছে। মহিষি! আমার হৃদয় যে ফেটে যায়, আমার এক পল, এক যুগ বিবেচনা হচ্চে। মহিষি! আমার এত যতনের নিধি কি একেবারে করাল কালের মুখে দিলাম, আমার উপায় কি হবে, হায়! পরিণামে কি এই হোল?

মহি। আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? [রোদন]

কঙ্কের প্রবেশ।

কঙ্ক। রাজন্! আপনি অকারণ কেন শোকে অভিভূত হচ্চেন? বৃহন্নলা কুমারের সঙ্গে গিয়াছেন, ত্রিভুবন একত্র হলেও বৃহন্নলার নিকট ভয় নাই।

রাণীর প্রস্থান।

রাজা। আমার এই অনিত্য রাজ্যে আর প্রয়োজন কি? আমার এ অতুল ঐশ্বর্য্যে আর কি আবশ্যক আছে? এই অযুত হস্তী, পদাতি, রথী, অশ্বারোহী, সেই এক বিহীনে যখন সমুদয় নিষ্ফল হচ্চে, তখন সেই হৃদয়ধন, প্রাণাধিক যেস্থলে জীবিত, কি নিদ্রিত, সেই স্থলে গমন কর। যদি দেখ, বিরাটীয় সূর্য্য একবারে অস্ত গিয়া থাকেন, তবে তোমরা আর এ মুখ দেখাইও না, এই আমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ।

কঙ্ক। রাজন্! বুদ্ধিমান মাত্রেই বিপদে ধৈর্য্য হইয়া থাকেন। যাঁর সারথি মহাযোদ্ধা বৃহন্নলা সঙ্গে আছেন, তাঁর যুদ্ধে পরাজয় নিতান্ত অসম্ভব।

রাজা। বৃহন্নলা কুমারের সঙ্গে গিয়ে ত আরো ভাবনার বিষয় হইয়াছে।

কঙ্ক। কি জন্য, রাজন্?

রাজা। নপুংসকের যাত্রা উপহাসাস্পদ।

কঙ্ক। [স্বগত] এতদিনে বুঝিলাম, পিশাচী দুর্ভাগ্যের জয় স্থিরীকৃত হইল, যে অর্জ্জুন সসাগরা পৃথিবী জয় করিতে সক্ষম, তাহার নিন্দা স্বকর্ণে শ্রবণ করিতে হইল, ভাগ্য! আর কত দিন এ জ্বালা তোমাকে সহিতে হইবে?

একজন দ্বারবানের প্রবেশ।

দ্বার। [কৃতাঞ্জলিপুটে] মহারাজ! যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এক জন দূত দ্বারে উপস্থিত।

রাজা। [শশব্যস্তে] এঁ্যা দূত এসেছে? শীঘ্র নিয়ে এস।

দ্বার। জো হুকুম, মহারাজ!

দ্বারবানের প্রস্থান।

রাজা। অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না।

কঙ্ক। মহারাজ! ভাবিত হবেন না, আমার উত্তম বিবেচনা হচ্চে, দূত শুভ সংবাদ আনয়ন করেছে।

দ্বারবানের সহিত একজন দূতের প্রবেশ।

দূত। [কৃতাঞ্জলিপুটে] মহারাজ! যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আমি আসিতেছি, অভয় প্রদান করুন্।

রাজা। তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, শুভাশুভ অদৃষ্ট চক্রের নিয়ম, শীঘ্র সমাচার বলে এ দেহ মন্দিরে পুনরায় জীবনকে অভিষেক কর, অথবা একেবারে শেষ হউক।

দূত। মহারাজ! এত ভয় কর্ছেন কেন? এ দাস শুভ সংবাদ আনয়ন করিয়াছে, সেই অতুল কৌরব সৈন্য ও প্রধান প্রধান রথীগণকে কুমার একক যুদ্ধক্ষেত্রে দলন করে জয়লাভ করেছেন, রাজন্! তিনি আগতপ্রায়।

রাজা। [স্তম্ভিত হইয়া] এঁ্যা, আমি কি স্বপ্ন দেখ্ছি নাকি, আমি এখন প্রকৃতিস্থ, অথবা কুমারের শোকে উন্মাদ, হা পুত্র! তুমি কোথায় গ্যালে, চরমে তোমার পিতার উপায় কি হলো?

কঙ্ক। রাজন্! এরূপ শুভসংবাদে, আপনি এত চঞ্চল হচ্ছেন কেন? সম্মুখে দূত জয় সংবাদ কীর্ত্তন কচ্চে, ইহাতে কি আপনার বিশ্বাস হচ্চে না, যেখানে বৃহন্নল্লা সারথী, সেখানে পরাভবের ভয় কোথায়?

অনু। মহারাজ! কুরুসৈন্য একবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সকলে পলায়ন করিয়াছে, রাজ সমীপে এ দাস কখন মিথ্যা বলিয়া প্রীতিভাজন হইতে ভরশা করে না, কুমার আগতপ্রায়।

রাজা। [আনন্দে বিহ্বল হয়ে] কঙ্ক, আমি স্থলে কি

জলে, অনলে কি অনিলে, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে, যে রথী দিগের নামে পুরন্দর পর্য্যন্ত অস্থির হয়েন. সেই অতুল বলবান্‌ শমন সদৃশ যোদ্ধাগণ কিরূপে কুমারের হস্তে পরাভব হইল? মন্ত্রিন্‌! আমার এখন পর্য্যন্ত বিশ্বাস হচ্চে না।

কঙ্ক। রাজন্‌! বুদ্ধিবান্‌ লোক সম্পদে, বিপদে, সকল সময়েই সমান ভাবে সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকেন, বৃহন্নলা অসীম বুদ্ধি ধারণ করেন, তিনি যখন কুমারের নিকট আছেন, তখন জয়ের আশা অতি নিশ্চয় স্থিরীকৃত।

রাজা। [আনন্দে গদগদ হইয়া] হা পুত্র উত্তর! তুমি আমার এই পুণ্যরাশি বংশের ধ্রুবতারা, তুমি আমার হৃদয়াকাশের লক্ষ লক্ষ তারা বেষ্টিত শশধর, তুমি আমার ঘোর ভয়ঙ্করী তমোময়ী অমাবশ্যা নিশার আলোক, আমার এই অসীম রাজ্যের প্রভাতের অরুণ, আমার গগণ মধ্যস্থিত গ্রাসিত রাহুর দ্বিতীয় মার্ত্তণ্ড, হা পুত্র! তুমি এখন এলে না, আমি তোমাকে না দেখে আমার তমোময় প্রসারিত রাত্রি শেষ কি মধ্য কিছুই স্থির কর্‌তে পাচ্চিনে, দ্যাখ দেহ মন্দিরস্থিত, জীবন দীপ মলিন হইয়াছে, উষার আগমনে মনে মনে শশধর ক্ষোভ পাইতেছে, কিন্তু আমার ধ্রুবতারা এখন আস্‌ছে না কেন? মন্ত্রিণ! আমি আর স্থির থাক্‌তে পাচ্চিনে।

কঙ্ক। রাজন্‌! কুমার আগত প্রায়, এইক্ষণে রাজ্যমধ্যে জয়সমাচার ঘোষণা হোক্‌।

রাজা। অবশ্য, কুমারের আগমনে পথ সুসজ্জিত হউক, রাজ্যের প্রাসাদ সমূহ নানাবিধ রত্নে মনোহর হউক্‌, পথের দুদিকে উত্তম উত্তম সুগন্ধ বৃক্ষ রোপিত হউক্‌, রাজনাট্য মন্দিরে

অপ্সরীগণ নৃত্য করুক্, সৈন্য সুসজ্জিত হয়ে শ্রেণি বদ্ধ হউক, আর রাজপুত্রগণ একত্রিত হয়ে কুমারকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হউক।

কঙ্ক। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য।

[গমনোদ্যোত]

রাজা। কঙ্ক! আমার মনে মনে একটী বাসনা হচ্চে।

কঙ্ক। আজ্ঞা করুন।

রাজা। [আনন্দে] আনন্দের সময়ে আমার দ্যুত ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হয়, যখন ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধে জয়ী হয়ে প্রত্যাগমন করি, সেই সময়ে পাশ ক্রীড়া করিতে একান্তই ইচ্ছা হইয়াছিল, এস এখন তোমার সঙ্গে পাশ ক্রীড়া করি।

কঙ্ক। রাজন্! ইহাতে অধীনের অসম্মতি নাই, কিন্তু একটী নিবেদন আছে।

রাজা। কি বল?

কঙ্ক। পাশ ক্রীড়া স্থির বুদ্ধির কার্য্য, আনন্দের সময়ে চিত্ত স্থির থাকে না, বিশেষ এ ক্রীড়াতে সকল কার্য্য নষ্ট হয়। ইহাতে লক্ষ্মীভ্রষ্ট, রাজ্য নষ্ট, বিবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। রাজন্! এই অমাঙ্গলিক পাশ ক্রীড়ায় আপনার স্থির লক্ষ্মী অস্থির হইবেন, আর অচিরাৎ দুর্ভাগ্যের হস্তে আক্রান্ত হইতে হইবে। মহারাজ! আমি বোধ করি, আপনি পঞ্চ পাণ্ডবের বিবরণ সম্যক্ শ্রবণ করিয়াছেন। এই ভয়ানক ক্রীড়ায় তাহাদের রাজ্য, ধন, সকলি গিয়াছে। বিশেষ ইহাতে শত্রু বলী হইয়া থাকে।

রাজা। কঙ্ক! রাজচক্রবর্ত্তী রাজা দুর্য্যোধন যখন পরাস্ত,

সে স্থলে এ জগতে আমার শত্রু কে আছে ?

কঙ্ক। রাজন্! আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, যেখানে বৃহন্নলা, সেখানে ভয়ের কারণ কোথায় ?

রাজা। বৃহন্নলার সাধ্য কি যে, সেই অসীম কুরুসৈন্য দলন করে? আমি জানি, আমার সেই কুলগৌরব কুমার একক কুরুগণকে পরাভব করিয়াছেন।

কঙ্ক। মহারাজ! আপনি বৃহন্নলার বল সম্যক অবগত নন, বৃহন্নলা না থাকলে বোধ করি, কখনই এ জয়ের প্রত্যাশা থাকত না।

রাজা। [রোষ-কষায়িত-লোচনে] কঙ্ক! সাবধান হয়ে কথা বার্ত্তা কহ, তুমি রাজসদনে এরূপ অন্যায়, অযোগ্য, ঘৃণিত, কথা বার বার উচ্চারণ করিও না, তোমাকে সাবধান করিতেছি, এ জঘন্য বাক্য পুনরায় মুখে আনয়ন করিলে ;—তুমি জান, এ শমন সদৃশ বিরাট ভূপতির রাজসভা ?

কঙ্ক। স্বামিন্! এ অধীন যথার্থ বাক্য উচ্চারণ করিতে কোথাও সঙ্কোচ বিবেচনা করে না, আমি মুক্তকণ্ঠে এখনও বলিতে পারি, বীরকেশরী বৃহন্নলাই এ অসম্ভাবিত জয়ের কারণ।

রাজা। [রোষভরে কঙ্কের প্রতি পাশা নিক্ষেপ] পাপমতি মূঢ়! নরাধম! আমি বার বার নিবারণ করিতেছি, তত্রাচ আমার উপরে প্রভুত্ব করিতে চাস্? জানিসনে বৃহন্নলার ন্যায় কত শত নপুংসক আমার এই পুরে প্রতিপালিত হচ্চে।

কঙ্ক। [গণ্ড হইতে শোণিত নির্গত ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধারণ] [অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বগত] হায়! এ শোণিত ভূমে পতন

হইলে আর রক্ষা নাই। [প্রকাশ্যে] এখানে কে আছ, শীঘ্র আমাকে একটী পাত্র আনিয়া দিয়া আমার উপকার কর।

স্বর্ণপাত্র হস্তে সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।

সৈ। প্রভু! এই পাত্র নিন, [পাত্র প্রদান।]

একজন দ্বারবানের প্রবেশ।

দ্বার। মহারাজ! দ্বারে কুমার দণ্ডায়মান, অনুমতি হইলে রাজসমীপে আসিতে পারেন।

রাজা। [আনন্দে] বৃহন্নলার সহিত কুমারকে শীঘ্র আনয়ন কর।

দ্বার। জো হুকুম মহারাজ।

গমনোদ্যত।

কঙ্ক। দ্বারবান! এদিকে এস।

দ্বার। [নিকটে গিয়া] আজ্ঞা করুন।

কঙ্ক। [অনুচ্চস্বরে] দেখ, শীঘ্র কুমারকে এখানে আনয়ন কর, আর বৃহন্নলাকে কহিও যে, আপনার রাজসভায় যাইতে কঙ্কের আদেশ নাই।

দ্বার। জো হুকুম।

দ্বারবানের প্রস্থান।

রাজা। [কঙ্কের প্রতি লক্ষ করিয়া] এই সকল ব্যক্তি সদাসর্ব্বদা আত্ম গরিমায় আপনি অন্ধ, এই পৃথিবী মধ্যে ইহাদিগের ন্যায় কতগুলিন্ লোক আছে, যাহারা সকলকে তৃণের ন্যায় দেখিয়া থাকে, ইহারা সর্ব্বদা অহঙ্কারে উত্তেজিত হয়ে, কাহাকে কি রূপ মান্য করা উচিৎ, তাহা একেবারে বিস্মরণ হয়, হা অদৃষ্ট!——[নেপথ্যে বাদ্যের ধ্বনি।]

কুমারের প্রবেশ।

রাজা। এই যে আমার বিরাট-পঙ্কজ-রবি আসছেন।

কুমা। [পিতার চরণে নমস্কার পূর্ব্বক] পিতঃ! ভরসা করি, ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধে সকলি মঙ্গল।

রাজা। রাজচক্রবর্ত্তী কুমার উত্তর যাহার পুত্র, তাহার অমঙ্গল কোথায়?

কুমা। পিতঃ! এ কি আশ্চর্য্য! কঙ্কের এরূপ অবস্থা কেন? একাকী ধরাসনে বসে বিষণ্ণ, ইহাঁর দুই গণ্ড দিয়া জলধারার ন্যায় রক্ত ধারা অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্চে?

রাজা। বৎস! বিশেষ কারণ আছে, উনি আত্মকৃত দোষের ফল ভোগ কর্চ্চেন।

কুমা। [শশব্যস্তে] তাত! কঙ্কের এরূপ দুরবস্থা করে আপনার পদে আপনি কে কুঠার প্রহার করেছে।

রাজা। তোমার যুদ্ধের জয় সমাচার এলে, তোমাকে যখনি প্রশংসা করিতে আরম্ভ করি, তখনি কঙ্ক নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাতে প্রতিবন্ধক দিয়া সদা সর্ব্বদা বৃহন্নলার প্রশংসা আমার সম্মুখে করে, বিবেচনা কর দেখি, এতে কার শরীরে না রোষ জন্মায়? তাই ভূয়ো ভূয় ক্লীবের প্রশংসায় আমি বিরক্ত হয়ে অক্ষপাটী ফেলে মারিয়াছি।

কুমা। পিতঃ! সর্ব্বনাশ করেছ, কঙ্কের রক্তপাত হইলে রাজ্য অচিরাৎ ভস্মসাৎ হইবে, অচলা লক্ষ্মী চঞ্চলা হইবেন, প্রজাবর্গ অনাহারে মরিতে থাকিবে, দেশে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, বিনা মেঘে অশনি পাত ও শোণিত বৃষ্টি হইতে থাকিবে, দিবাভাগে শিবাগণ রোদন করিবে। তাত!

শীঘ্র ইহার উপায় অবধারণ করুন, নতুবা আর উপায় নাই; হায়! আপনি কঙ্ককে সামান্য ব্রাহ্মণ মনে করেছেন, ইন্দ্র সম বৈরী সত্ত্বে প্রতিকার আছে, কিন্তু কঙ্ক বৈরী হইলে আর নিস্তার নাই। তাত! শীঘ্র কঙ্ককে শান্ত করুন।

রাজা। [আশ্চর্য্য হইয়া] [স্বগত। এই সামান্য কঙ্ক এত বড় কিসে? কিছুই ত বুঝতে পাচ্চিনে। বোধ করি, ব্রাহ্মণ বলে কুমার ভয় পাইয়াছেন, ব্রাহ্মণের ক্রোধ হলে অভি-সম্পাৎ করিতে পারেন, যাহা হউক, রোষভরে কার্য্য ভাল করি নাই, এই রোষভরে মনুষ্য সকলি করিতে পারে। [প্রকাশে] [কঙ্কের হস্ত ধরিয়া] কঙ্ক! আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করুন, আমি অজ্ঞানের ন্যায় যে কুকর্ম্ম করিয়াছি, তাহা বিস্মরণ হউন।

কঙ্ক। রাজন্! আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আপনি প্রতি-পালিতের কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

কুমা। পিতঃ! এমন বিশুদ্ধ উদার স্বভাব, পরম ন্যায়-বান, ধর্ম্মপরায়ণ মহাপুরুষ কি এ জগতে আর দ্বিতীয় আছে? হায়! ইহাঁর হৃদয়ভাগ বিধি দয়ার ক্ষেত্র করিয়া রাখিয়াছেন? পিতঃ! এই হৃদয়-বিদারক কার্য্যে আমি যারপর নাই লজ্জা, শোক, অনুভব করিয়াছি।

কঙ্ক। কুমার! আপনি ইহাতে কিছু মনে করিবেন না, এই সমুদয় ঘটনা আপনি বিস্মরণ হউন, এখন রাজসমীপে যুদ্ধ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

কুমা। হে দেব! আপনার মার্জ্জনায় এ রাজ্য নিস্তার পাইল, আপনার প্রসাদে এ পুরীর কল্যাণ হলো, আপনার

অবস্থিতিতে রাজ্য পবিত্র হইয়াছে, দেখুন, মাতা বসুন্ধরা আশাতিরিক্ত শস্য উৎপাদন কচ্চেন, রাজ্যে সুবৃষ্টি হইতেছে, প্রজারা সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে; আর সর্ব্ব-মুখে ধর্ম্মের জয় শুনা যাইতেছে, ইহাই আমাদের সর্ব্ব সুখের নিদান।

রাজা। আমি অনেক পুণ্যফলে এমন কুমাররত্নকে প্রাপ্ত হইয়াছি। পুত্র! তুমি ধন্য, তোমার মধুময় বাক্যে শরীর স্নিগ্ধ হলো, এখন যুদ্ধের বৃত্তান্ত বর্ণন করে আমার এই সিংহাসনের ভার গ্রহণ কর। [শিরশ্চুম্বন] বৎস! তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা আমি মুখে কতদূর প্রকাশ করিব. চিরকাল তোমার এই অদ্ভুত কার্য্য, মহিমা, যশ, সংসারে থাকিবে। মহাবীর কর্ণ, যাঁর নামে ত্রিভুবন কম্পিত, দেব, দৈত্য, নর যার অগ্রে স্থির থাকিতে পারে না, এমন কুরুবীরকে কিরূপে তুমি পরাভব করিলে? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রত্যেকেই শমন সমান, ইহারা বা কিরূপে বশীভূত হইল? যাহা হউক, আমার ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কেহই নাই, তোমার জন্ম গ্রহণে আমি ধন্য হইয়াছি।

কুমা। হে তাত! আমাকে অকারণ কেন প্রশংসা কচ্চেন, আমি একটীও গোধন মুক্ত করি নাই, আমার কি সাধ্য যে সেই শমন সদৃশ রথীদিগকে পরাভব করি।

রাজা। তবে কিরূপে জয়ী হলে?

কুমা। আমি সেই অসংখ্য সেনা ও রথী মধ্যে নিপতিত হয়ে যখন ভয়ে আকুল হয়ে পড়েছিলেম,——

রাজা। তা হবেই ত, তার পর।

কুমা। তাঁর পর অকস্মাৎ সেই সময়ে এক দেবকুমার আসিয়া আমাকে রক্ষা করিলেন এবং তিনি আপনি রথী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অদ্ভুত কার্য্য দেখা দূরে থাকুক, কখন কর্ণে শ্রবণ করি নাই।

রাজা। [আশ্চর্য্য হইয়া] কি আশ্চর্য্য! তার পরে সেই দেবকুমার কোথায় গেলেন? আর তাঁর নিবাস কোথায় বলে গেলেন, হায়! আমি কি পুনর্ব্বার তাঁহার দর্শন পাইব, এ দাসের প্রতি আর কি তাঁর অনুগ্রহ হবে?

কুমা। পিতঃ! বোধ হয়, এখন তিনি এই দেশেই অবস্থিতি কচ্চেন, আপনি অদ্য কিম্বা কল্যই তাঁহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন।

রাজা। হায়! আমার কি এমন ভাগ্য হবে যে, তিনি প্রসন্ন হয়ে দেখা দিবেন।

কুমা। পিতঃ! তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন।

মধুমতীর প্রবেশ।

মধু। কুমার! মহারাণী আপনাকে দেখিবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।

রাজা। কুমার যুদ্ধে অতিশয় ক্লান্ত আছেন, আজগের মত সভা ভঙ্গ হউক।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজান্তঃপুর।

রাজা ও রাজমহিষী আসীন।

রাজা। এখন কি করিতেছে?

মহি। কুমার অনেক খ্যালনা দ্রব্য এনেছে, তাই দেখ্ছে।

রাজা। বৃহন্নলা কি সেখানে আছে?

মহি। আছে বৈ কি, ঐ যে বীণা বাজিতেছে।

রাজা। বৃহন্নলার গান কি কখন শুনেছ?

মহি। অনেক বার শুনেছি, অতি সুমধুর, যত বার শুনি, ততই যেন নূতন বলে বোধ হয়।

রাজা। আমি শুনেছি, বৃহন্নলা একজন প্রসিদ্ধ গায়ক্।

মহি। আহা! আমার উত্তরা কেমন গান করিতে শিখিয়াছে।

রাজা। এমন মধুর বীণা কে বাজাইতেছে? কর্ণ-কুহর শীতল হলো, আমি বোধ করি, এই বীণাযন্ত্রে সমুদয় জীব মুগ্ধ হতে পারে।

নেপথ্যে।—

হলো রে বসন্ত উদয়,
মঞ্জরিত তরুরাজি অতি শোভাময়;
হের ভব-কাননে, পুলকিত জীবগণে,
বিমোহিত মনে মনে আনন্দ-লহরী বয়।

রাজা। মহিষি! তুমি যথার্থ বলিয়াছ, এমন সুন্দর স্বর আমি আর কখন শুনি নাই।

নেপথ্যে ওরে বাবা! সব্ গেল, ওরে বাবা কে,
কোথায় আছ, শীঘ্র এসে সাহায্য কর, মহারাজ!
মহারাজ!—দ্রুতবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে
একজন দূতের প্রবেশ।

রাজা। কি হয়েছে? দূত! সমাচার কি?

দূত। স—র্ব্ব—না—শ!—ম—হা—রা—জ————

রাজা। আরে স্পষ্ট করে বল না, কি হয়েছে?

দ্রুতবেগে সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। মহারাজ! শীঘ্র সশস্ত্রে অগ্রসর হোন্, আমি এখনি সেনাদল সুসজ্জিত করে আনয়ন করি, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে দেখব।

রাজা। [ব্যগ্রচিত্তে] সেনাপতি! সমাচার কি?

সেনা। মহারাজ! আমার আর বলিবার সময় নাই, আমি এই চল্লেম, সভাসদ্ কক্ষের দ্বারায় আপনার সিংহাসন অপহৃত হইয়াছে।

দ্রুতবেগে সেনাপতির প্রস্থান।

রাজা। কি, সিংহাসন?—[গমনোদ্যত]

মহি। [উচ্চৈঃস্বরে রোদন পূর্ব্বক হস্ত ধরিয়া] মহারাজ! এ অধিনীকে কার কাছে রাখিয়া যাচ্চেন? আমাদের উপায় কি হবে? [রোদন]

রাজা। [উন্মত্তের ন্যায় হইয়া] ছেড়ে দেও, শীঘ্র ছেড়ে দেও,—কি—সিংহাসন?

দ্রুতবেগে দুইজন দ্বারবানের প্রবেশ।

দ্বার। মহারাজ! দ্যাখেন কি? আজ অবধি বিরাট-লক্ষ্মী——শীঘ্র আসুন শীঘ্র আসুন।

রাজা। কি—বিরাটলক্ষ্মী?—[উচ্চৈঃস্বরে] প্রহরি!—এ দেহে জীবন অবধি—কখনই ন, কখনই না, বিরাটলক্ষ্মী—কখনই না,—জীবন—সত্ত্বে—না।

প্রহরী সহ রোষভরে প্রস্থান।

মহি। [রোদন করিতে করিতে] আমাদের দশা কি হলো, [ভূমে পতন ও রোদন।]

দ্রুতবেগে মধুমতীর প্রবেশ।

মধু। কি হলো, হায়! কি সর্ব্বনাশ হলো, পিশাচিনী সৈরিন্ধ্রি! তোর মনে এই ছিল? এই যে এখানে বিরাটলক্ষ্মী নিদ্রা যাইতেছেন, মা! আমার সঙ্গে শীঘ্র আসুন। [হস্ত ধরিয়া উত্তোলন।]

মহি। মা উত্তরা! ও মা, তুমি এখন,—এ বিপদের সময় কোথায়? মধুমতি! তাকে কার নিকটে রেখে এলি?

মধু। মা! তিনি একক বসিয়া আছেন।

মহি। মধুমতি! শীঘ্র গিয়ে তাকে নিয়ে আয়, সে কি এ ভয়ানক বিপদের কথা শুনেছে?

মধু। হ্যাঁ মা।

মহি। শুনে কি করিতেছে?

মধু। তিনি ইদানীং একে কেমন কেমন হয়েছেন, তাতে এই সর্ব্বনাশের সমাচার পেয়ে, একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, তার পরে মাঝে মাঝে চক্ষের জল তাঁহার দুই গণ্ড দিয়া বিগ-

লিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার এরূপ শান্ত প্রকৃতিতে দুঃখ আধিপত্য করিতে ক্রটী করে নাই, একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, আবার পর ক্ষণে যেন সমুদায় বিস্মরণ হয়ে আমাকে অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হায়! সেই সময়ে যেন ধৈর্য্য ও দুঃখ প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে তাঁহার উপরে আধিপত্য করিতে চেষ্টা করিতেছিল, আমি তাই দেখে মনকে অন্যদিকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম, একটী কথাও বলিয়াছিলাম, তাহাতে একবার হাস্য করিয়াছিলেন। আহা! সেই সময়ে তাঁহার সেই হাস্য-সম্বলিত আস্য রৌদ্র বৃষ্টির ন্যায় কি মধুর দেখিতে হইয়াছিল। বোধ হয়, হাস্য জানিতে পারেন নাই, চক্ষের উপরে আবার মুক্তার ন্যায় কে বসতি কচ্চে।

মহি। [দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া] মা আমার এত শীর্ণ হয়েছেন, তথাপি আপনার লাবণ্যে আপনি ভাস্‌ছেন। হায়! হৃদয় ফেটে যাচ্চে, মধুমতি! আমাদের দশা কি হবে?

মধু। মা! ভয় নাই, অবশ্যই ঈশ্বর কুল দিবেন।

মহি। মা কি কচ্চেন, সেখানে চল।

মধু। চলুন।

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

সিংহাসনোপরি কঙ্ক ও সৈরিন্ধ্রী উপবিষ্ট। সম্মুখে অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। দক্ষিণে বৃকোদর ছত্র ধরিয়া দণ্ডায়মান। দুইপার্শ্বে নকুল ও সহদেব চামর দুলায়ন।

নেপথ্যে—

সভাসদ্‌গণ! প্রজাগণ! সকলে শ্রবণ কর, আজ বিরাটের সিংহাসনে মহারাজ কঙ্ক আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন, তোমাদের স্ব স্ব মনের বাসনা প্রকাশ কর।

সকলে। মহারাজ কঙ্কের জয় হউক।

উত্ত। [কৃতাঞ্জলিপুটে] হৃদয়! এত দিনের আশা আজ তোমার পূর্ণ হলো, জীবন সার্থক হলো, আসন পবিত্র হলো, ধর্ম্মের জয় নয়ন প্রত্যক্ষ করিল, মহারাজ কঙ্কের জয় হউক, [ভূমে পতন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাৎ।]

দ্রুতবেগে রাজা, মন্ত্রী ও অন্যান্য ভৃত্যগণের প্রবেশ।

রাজা। [সভামধ্যে উচ্চৈঃস্বরে উন্মত্তের ন্যায়] রে চণ্ডাল! মূঢ়! নীচপ্রকৃতি! ভণ্ডব্রহ্মচারি! অকুতোভয়ে এই চণ্ডালের কর্ম্ম করিতে কে উপদেশ দিয়া এতদুর ভয়ঙ্করের ভয়ঙ্কর কার্য্য

সাধন করিয়াছে? মূঢ়! উচ্চ পদের কি এই পরিণাম? সেনাপতি!—সেনাপতি!—শীঘ্র—শীঘ্র——প্রস্তুত হও, এখনও সৈন্য অগ্রসর হইতেছে না কেন? পিশাচ! এখনও বিরাটলক্ষ্মীর উপরে আধিপত্য করিবে? [উচ্চৈঃস্বরে] কখনই না, আজ অবধি গোলাকার মেদিনী নিষ্পিষ্ট হয়ে রসাতলে গমন করুক, অগাধ জলধি নিজ বিক্রমপ্রকাশিয়া মন্দিরের চুড়া মগ্ন করুক, স্বভাবের অঙ্কুর এই অবধি লয় প্রাপ্ত হউক, যেন মনুষ্যরাক্ষসের মুখাবলোকন আর না করিতে হয়।

উত্ত। [অনুচ্চস্বরে] তাত! ধৈর্য্য হউন।

রাজা। [উত্তরের প্রতি রোষভরে] পুত্র! তুই অতি কাপুরুষ, শূরতা তোর দেহে অণু মাত্র স্থান পায় নাই; তোর হৃদয় ভীরুতায় পরিপূর্ণ, তোর অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না, যদি আমার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিস্, তবে ভীরুতা পরিত্যাগ করে এখনি সমরাগ্নি প্রজ্বলিত কর, ঐ দৃষ্ট কর, কি পর্য্যন্ত আস্পর্দ্ধা প্রকাশিয়া আমার সিংহাসনে পরপ্রমদা স্বৈরিন্ত্রীকে বসাইয়া পবিত্র আসন কলুষিত করিয়াছে। রে দুরাত্মা কঙ্ক! সনাতন ধর্ম্ম কি তোরে এই উপদেশ দিয়াছে? তুই না ভূমিতে শয়ন করে ফল মুল আহার করিয়া থাকিস, তুই না সদাই সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিস, নরাধম! ভণ্ডতপস্বি! কি সাহসে এই ভয়াবহ কার্য্য করিলি? হা ধিক! [উচ্চৈঃস্বরে] সভাসদ্গণ! প্রজাগণ! তোমরা এই ষড়যন্ত্রে এখন নিস্তব্ধ রয়েছ? বুঝিলাম,—এতদিন তোমাদের পালন করিয়া সকলি বিফল হইয়াছে, সম্পদ কাহাকে চিনাইয়া দ্যায় না, দুর্ভাগ্যই চক্ষু ফুটাইয়া থাকে। রে অন্ত-

পুরবাসী নপুংসক বৃহন্নলা! তুই কার পরামর্শে, কি মনে ভাবিয়া এই দস্যুর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছিস? তুই কি মনে ভাবিয়াছিস, আজ অবধি বিরাটলক্ষ্মী কঙ্কের কিঙ্করী হইল? রে সূপকার বল্লভ! তোর ভীষণ শরীর তোর স্থূলবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। তুই নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করে এই নীচ কঙ্কের পরামর্শে, মরিতে ইচ্ছা করিয়াছিস, নির্ব্বোধ! কে তোরে এ পরামর্শ দিল? রে অশ্বপাল! গোপাল! তোদের দহনে পতঙ্গের মত মরিতে কে শিখাইল? নীচ! এখনও মার্জ্জনা প্রার্থনা করে স্বকার্য্যে গমন কর।

উত্ত। [ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে] রাজেন্দ্র! মিনতি করি, স্থির হউন।

রাজা। হতভাগ্য পুত্র! যে দিন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিস, সেই অবধি তোর চিত্ত প্রকৃতিস্থ নাই, তুই উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছিস, আমি বুঝিয়াছি, তুই আমার রাজ্য লইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিস, [উচ্চৈঃস্বরে] কিন্তু এ প্রাণ সত্বে তাহা তোর অদৃষ্টে কখনই ঘটিবে না।

বল্লভ। [কঙ্কের প্রতি] প্রভু! আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, কেবল আপনার অনুমতি অপেক্ষা করিতেছি, আজ্ঞা হউক, বিরাটীয় কুল সমূলে ধ্বংস করি।

কঙ্ক। বৎস! ধৈর্য্য হও, ধৈর্য্যই এ জগতের সার পদার্থ, ধৈর্য্যই যজ্ঞ, ধৈর্য্যই পুণ্য, ধৈর্য্যই শান্তি, ধৈর্য্যই প্রসাদ গুণের নিদান।

রাজা। [উন্মত্তের ন্যায়] সেনাপতি!—সেনাপতি!—

সেনাপতি !—[উচ্চৈঃস্বরে] এঁ্যা, আমার এ জগতে কি আর কেহই নাই,—গ্যাল, ফেটে গেল, হৃদয় এ জ্বালায় উৎসন্ন হইল, [উচ্চৈঃস্বরে] এখনও স্বভাবের দৃঢ় বন্ধন শিথিল হইল না ? এখনও বজ্রাগ্নি সহিত আকাশ ছিন্ন হইল না ? ঐ মস্তকে এখনো অশনি পতন হইয়া নরকে লইয়া যাইল না, বজ্র ! তোর কখন অবসর হইবে ? [গণ্ডদেশে হস্ত দিয়া নিস্তব্ধ] দস্যু ! ঐ চেয়ে দ্যাখ, স্বভাব আমার রোদন শ্রবণ করিয়া পৃথিবী লয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ঐ দ্যাখ, চন্দ্র, সূর্য্য, এক স্থানে মিলিত হইয়া বিমর্শভাবে পশ্চিমাচলাবম্বন করিতেছেন। যাক, সমুদয় লয় প্রাপ্ত হয়ে নরকের নীল আগুণ দৃষ্ট করুক।

রাজা। আমার সাহায্যে কেহ অগ্রসর হলো না, আমি রাজ্যচ্যুত হইলাম, পথের ভিখারি হইলাম, অবশেষে এই হলো, [বক্ষ ধরিয়া] নিচে—নিচে—নিচে গমন কর, বায়ুরোগ ! তোমার স্থানে গমন কর, আর হৃদয়ে উঠিও না, প্রাণ নাশ করিবে,—কর,—তা হলেও নিশ্চিন্ত হই। [উৰ্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া] ঈশ্বর ! আমার এই আকাশভেদী রোদন তোমার কর্ণে অবশ্যই প্রবেশ করিতেছে। মহান্ ! তোমার আজ্ঞায় স্থির জলধি প্লাবিত হইয়া বজ্রাগ্নি পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ করিতে সক্ষম, তুমি সকলি জানিতে পারিতেছ।

উত্ত। হা পিতঃ ! অকারণ এত আকুল হইতেছেন কেন ? ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

রাজা। পুত্র ! তোমার মনে এত ছিল, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তুমি পিতাকে অকুলসাগরে ভাসাইতে প্রস্তুত

হইয়াছ, আমার শোণিত মাংস কি তোমার দেহে স্থাপিত হয় নাই, [বক্ষ দেখাইয়া] যদি দ্যাখাইবার হইত, তাহা হইলে দেখিতে, মাংসাশী গৃধ্র পক্ষী ইহার মধ্যে বসিয়া কি করিতেছে, আমি তোমাকে অভিসম্পাৎ করিব না, তোমাকে আর কিছু বলিবার নাই, কেবল একটী কথা বলিতে আছে, প্রাণাধিকা উত্তরাকে স্নেহ-শূন্য-চক্ষে,——না,—আবশ্যক নাই, [গমনোদ্যত।]

উত্ত। [রাজার পদ ধারণ করিয়া] রাজন্! কোথায় গমন করেন, স্থির হউন।

রাজা। আমাকে আর পাগল করিও না, শীঘ্র ছেড়ে দেও, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম প্রতিপালন করে এ জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাই।

উত্ত। পিতঃ! এ দাস কি অপরাধ করিয়াছে?

রাজা। আমি ত তোমাকে রাজ্য দিয়াছিলাম, তুমি কেন ষড়যন্ত্র করে অন্যকে রাজ্য প্রদান করিলে? পুত্র হইতে পিতা নির্ব্বাসিত, এ মুখ আর দেখাইব না।

উত্ত। পিতঃ! আমি শপথ করিতেছি, আমি ইহার কিছুই অবগত নহি, রাজ্য——

রাজা। আর সহিতে পারি না, ফেটে গেল,—হৃদয়—শোণিত—শুষ্ক হলো—এই দণ্ডে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রক্ষা করি, [অসি নিষ্কোষিত করিয়া] রে পিশাচ কঙ্ক! তোকে প্রতিপালন করে আমার অবশেষে এই ঘটিল, বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিলেম, কালসর্পকে পুষিয়াছিলেম, পামর! তোর যোগ্য এই সিংহাসন? [রোষভরে কঙ্কের নিকট গমনোদ্যত।]

উত্ত। হাঁ—হাঁ—মহারজ! করেন কি? [রাজাকে ধারণ]

বল্লভ। [কঙ্কের প্রতি] মহারাজ! আর সহ্য হয় না, মুঢ়ের কুবাক্য আর শুনিতে পারি না।

বৃহন্নলা [হাস্য করিয়া রাজার প্রতি] যে আসনে ত্রিভুবন নমস্কার করিয়া থাকে, ইন্দ্র, যম, বরুণ ভয়ে যে আসন-তলে স্মরণ লন, বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক, কৌরব, শ্রীহরি, যাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বদা প্রতিপালন করিয়া থাকেন, মহীমণ্ডলে রাজা, মহারাজা, সর্ব্বদা ভয়ে যাঁর স্মরণ লয়, দশ কোটী হস্তী যাঁর প্রতি দ্বারে বদ্ধ, অসংখ্য অশ্ব, রথ, পদাতিক, গণনা করিয়া যাহা সংখ্যা করা যায় না, যাঁহার দানে ভূমণ্ডল দারিদ্র্য শূন্য হইয়াছে, যাঁর পালনে নির্ভয়, ভাগ্যবান্ প্রজারা সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, অসংখ্য অন্ধ, অথর্ব্ব, অকৃতি, অনুক্ষণ যাঁর পুত্রের ন্যায় পুরীতে বিচরণ করিতেছে, ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাগে যাঁহার রক্ষিত হইয়াছে, অবলিলাক্রমে যিনি পাশ ক্রীড়ায় সমুদয় রাজ্য প্রদান করিলেন, যিনি দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বহু কষ্ট সহ্য করি-লেন, ঐ দৃষ্ট করুন, সেই জ্যোতিরূপ, নবঅরুন স্বয়ং ধর্ম্মআজ আপনার সিংহাসন পবিত্র করিয়া বসিয়াছেন, রাজা! ইহাঁর যোগ্য কি এই সিংহাসন? [চক্ষের জল পতন]

রাজা। [স্তম্ভিত হইয়া] হা জগদীশ্বর! [আশ্চর্য্য হইয়া] ইনি কি সেই শান্তমূর্ত্তি, ধর্ম্মরূপ, মহারাজ যুধিষ্ঠির, হা—কি হইল, বৃহন্নলা! আমি উম্মাদ হলেম নাকি? শীঘ্র বল, শীঘ্র বল, স্পষ্ট করে পুনরায় বল।

বৃহন্নলা। রাজন্ ! ঐ দৃষ্ট করুন, বহু পুণ্যফলে তব ভাগ্য আজ কি নিধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাজা। [আশ্চর্য্য হইয়া] হায়! কি হইল, বৃহন্নলা! ইনি যদি সেই দয়াপয়োধি-কর্ণধার, তবে ইহাঁর আর চারি সহোদর কোথায়, তবে কোথায় সতীর আদর্শ, সর্ব্বগুণ রূপিণী, দ্রুপদ-রাজ-বালা কৃষ্ণা, বৃহন্নলা! শীঘ্র বল, শীঘ্র বল, প্রাণ আকুল হচ্ছে।

বৃহ। নরবর! শ্রবণ করুন, তব সূপকার, যিনি বল্লভ নামে খ্যাত হইয়াছেন, যাঁহার প্রহারে যক্ষ, রাক্ষস, সকলেই কম্পিত, যিনি সিংহ, শার্দ্দূলকে অবলীলাক্রমে ধরিয়া থাকেন, যিনি কীচককে বধ করিয়াছেন, যিনি বনবাসে নিতান্ত কষ্ট পাইয়াও দুঃখিত হন নাই, যিনি মনে করিলে কৌরবদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে পারিতেন, কেবল ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞার অবসান প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, এই সেই অপরিসীম বলবান্ জ্বলন্ত পাবক, ইহাঁর নাম দুর্জ্জয় ভীম। আর এই শ্যাম দীর্ঘকায় অপরূপ রূপলাবণ্যশালী পুরুষদ্বয় দেখছেন, ইহাঁদিগের নাম নকুল ও সহদেব, ইহাঁরা উভয়ে দুঃখ ভোগের নিতান্ত অযোগ্য, হায়! ইহাঁরা আপনার অশ্বপাল, গোপাল হইয়া বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছেন।

“এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারু-হাষিণী।
পাঞ্চাল রাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী॥”

যিনি সৈরিন্ধ্রীবেশে আপনার পুরীতে এতদিন অবস্থিতি করিলেন, যিনি সতীর আদর্শ বলিয়া জনসমাজে খ্যাত হইয়াছেন, যিনি রাম-প্রিয়া সীতার ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ

করিয়া কত যন্ত্রণা সহ্য করিলেন, রাজন্ ! এই সেই নয়নের রসাঞ্জন লক্ষ্মীরূপা দ্রুপদবালা আপনার সিংহাসন আজ উজ্জ্বল করিয়াছেন। মহারাজ! আমার পরিচয় কি দিব, এ অধীন ধর্ম্মের দাস, অর্জ্জুন।

উত্ত। পিতঃ! এই মহাত্মা ঘোর বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাঁর কথা আমি কি বলিব, শর দ্বারা শত্রু বিদলনে ইনি কালান্তক যমোপম। ইনি এক উদ্যমে পঞ্চ শত বাণ নিক্ষেপ করিতে সক্ষম। সেই সাগর সদৃশ কুরু-সৈন্য মধ্যে আমি যে কর্ণধারের সাহায্যে ত্রাণ পাইয়াছিলাম, যাঁহার অস্ত্রবলে রথী মহারথী পর্য্যন্ত জর্জরিত হইয়াছিল, যাঁর শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পর্য্যন্ত কম্পমান হইয়াছিল, অদ্যাবধি আমার কর্ণ বধীর হইয়া রহিয়াছে। যাঁহাদিগের দর্শনে ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি চরিতার্থ বিবেচনা করেন, যাঁহাদি-গের সাহায্যে সুশর্ম্মা দমন হইয়াছিল, সেই অদ্ভুত বলবান্ ইন্দ্রপুত্র ধনঞ্জয় একক কুরুসৈন্য জয় করিয়াছেন। রাজন্! রাজসূয় কালে, যাঁর দ্বারেতে কর লয়ে আপনি বহু দিন উপা-সনা করিয়াও প্রবেশ করিতে পারেন নাই, সহস্র সহস্র রাজারা কর লয়ে দ্বারে প্রবেশ করিতে গিয়া প্রহরিদিগের প্রহারে অস্থির হইয়াছিলেন। হে রাজন্! আপনি অজ্ঞানের ন্যায় একেবারে বিবেচনা শূন্য হইয়া কিছুই জানিতে পারেন নাই। বহু পুণ্য ফলে হেন নিধি গৃহে বসিয়া পাইয়াছেন, আর কিবলিব, শীঘ্র ঐ চরণে স্মরণ লন, [অশ্রু জল পতন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাৎ]

রাজা। [সজল নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে] রাজেন্দ্র! আমাকে

ক্ষমা করুন্, নরনাথ! আমার আর বাক্য নিঃসরণ হইতেছে না। আপনার দয়াতে আমি চরিতার্থতা লাভ করিয়াছি, [ভূমিতে পতন ও গাত্রত্থান করে] কৃপাসিন্ধু! রাজ্য, দারা, ধন, পুত্র, সমুদায় ও শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলাম, [ভূমিতে পতন ও গাত্রোত্থান পূর্ব্বক] নৃপমণি! আমি আর কিছুর প্রার্থী নহি, কেবল তব যশ, ক্ষমা, ধৈর্য্যগুণ গাইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাৎ করিব, তব নাম হৃদয়ে রাখিয়া দিন যামিনী জপমালা করিব, তব প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া, ঐকান্তিক পূজায় নিমগ্ন থাকিব, ভাগ্য! আজ তোমার কি দিন উপস্থিত, একবার প্রফুল্ল হয়ে দৃষ্ট কর, যে চরণ চতুর্ম্মুখের আরাধ্য ধন, আজ সেই চরণ বিনা কষ্টে দেখিতে পাইলে।

ধর্ম্ম। অর্জ্জুন! আমার হৃদয় আকুল হচ্চে, ইহাঁর এই অবস্থা দেখিয়া আমার অন্তর রোদন করিতেছে, ভাই! শীঘ্র ইহাঁকে তোল।

অর্জ্জুন। [অনুচ্চৈঃস্বরে] এরূপ ভক্ত না হলে ধর্ম্ম ইহাঁর প্রতি এত সানুকুল? নরনাথ! উঠুন, আপনার এরূপ ভূমে পড়ে থাকা উচিৎ হয় না, আপনার প্রতি ধর্ম্মরাজ সকল সময়ে সদয়। দেখুন, এক বৎসর আপনার পুরীতে আমরা সুখস্বচ্ছন্দে বাস করলেম, [হস্ত ধরিয়া উত্তোলন।]

রাজা। [কৃতাঞ্জলিপুটে] গুণময়! যদি প্রসাদ দিলেন, তবে দাসকে মার্জ্জনা করুন।

ধর্ম্ম। রাজন্! আপনি আমাদের কত উপকার করেছেন, আপনার ঋণ কি এ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব, নিজ গৃহের অপেক্ষায় এই এক বৎসর আপনার গৃহে কত সুখে

ছিলাম, আপনার ন্যায় বন্ধু এ জগতে কি আর দ্বিতীয় আছে।

রাজা। রাজেন্দ্র! যদি দাসের প্রতি দয়া করিলেন্ তবে অধীনের একটী নিবেদন রক্ষা করিতে হইবে স্বীকার করুন্।

ধর্ম্ম। আপনাকে আমার অদেয় কি আছে বলুন্।

রাজা। চিরকাল যাতে ও শ্রীচরণ দেখতে পাই, সেই কৌশল অবধারণ করিয়াছি, অভিমন্যুর সহিত প্রাণাধিকা উত্তরার বিবাহ অনুমতি করুন্।

ধর্ম্ম। আমার ইহাতে অমত নাই, অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করুন্।

অর্জ্জু। এ দাস, ও শ্রীমুখের আজ্ঞা সদাই প্রতিপালনে রত।

রাজা। কি সৌভাগ্য, মহাবীর! আপনার অনুগ্রহে আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার সকল বিপদ সম্পদ হইল, আমি পথের ভিখারি হইয়াছিলাম, আবার রাজ্যেশ্বর হইলাম, আজ আমার কি শুভদিন, ইতিপূর্ব্বে ঘোর চিন্তায় মগ্ন হইয়া কি ভয়ানক অবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা এক্ষণে আমার স্বর্গের সোপান বলিয়া বোধ হইল, আজ জন্ম সার্থক হলো, সকলে চরিতার্থ হলো, কুমার! শীঘ্র শুভ পরিণয়ের আয়োজন কর, আমার নয়ন পুত্তলিকে সম্প্রদান করে সুখসাগরে নিমগ্ন হই, আর বিলম্ব করিও না।

ধর্ম্ম। সভাসদগণ, প্রজাগণ! তোমাদের চরিত্র আমি এতদিন বিশেষ রূপে অবগত আছি, এইরূপ ধর্ম্মপথে থাকিয়া সদাই সত্যপ্রিয় থাকিও, জীবন্নাট্যের কর্ম্মভূমিতে এরূপ চির-

দিন থাকিতে চেষ্টা করিও, দেখিও যেন প্রাণসত্ত্বে মিথ্যা কহিও না, তাহা হইলে তোমরা সেই অখিলপতি বিশ্বধাতা পরাৎপরের নিকট চিরসুখময় নিকেতন প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গীয় রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিবে সন্দেহ নাই, আজ সভা ভঙ্গ হউক।

নেপথ্যে পুষ্পবৃষ্টি ও গীত।

পরিণয় বসন্ত আগত এত দিনে,
প্রস্ফুটিত পুষ্পচয় আসা কাননে।
ফুটিল কমল, ছুটে পরিমল,
চক্ষে পড়ে জল, একি কুতুহল।
মধুপ জুটিল, সম্মিলন হলো,
কিবা শোভা শোভিল মানস উদ্যানে।

যবনিকা পতন।

বৃহন্নলা নাটক।

শ্রীমদনমোহন মিত্র

প্রণীত।



কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ

রাজা	বিরাটদেশের অধিপতি।
উত্তর	বিরাটের পুত্র।
কঙ্ক	বিরাটের মন্ত্রী।
বৃহন্নলা	ঐ অন্তঃপুরের নর্ত্তকী।
বল্লভ, গ্রন্থিক, তন্ত্রপাল।	
ব্রাহ্মণঠাকুর	হস্তিনার প্রতিবাসী।
নিমাই ভজহরি	রজকদ্বয়।

দুর্য্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ, শকুনি, ভীষ্ম ও অন্য অন্য রথীগণ, অনুচর প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ

রাণী	বিরাটের মহিষী।
উত্তরা	বিরাটের কন্যা।
সৈরিন্ধ্রী	
মধুমতি	উত্তরার সহচরী।

একজন পরিচারিকা, কন্যাগণ প্রভৃতি।